কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক

কাব্য।

"মন্দঃ কবি যশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥
অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥"

শ্রীকালীভূষণ মুখোপাধ্যায়
বিরচিত।

শ্রীবরদাকান্তমুখোটী কর্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ঢাকা—গিরিশ-যন্ত্রে,
প্রিণ্টার শ্রীদিগম্বর দাস কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।
সন ১২৯১। ১৭ মাঘ।

উৎসর্গ।

লক্ষ্মী ও বাণী বৈরীভাব ত্যাগকরতঃ
যাঁহাতে একাধারে নিত্য-বিরাজমানা,
সাহিত্য-সমালোচনী সভার যিনি প্রতিষ্ঠাতা,
পূর্ব্ববঙ্গে যিনি একমাত্র বিদ্যোৎসাহী বলিয়া বিখ্যাত,
যিনি অনাথের নাথ, বিপন্নের সহায়,
সেই ভাওয়ালাধিপতি, দীনপালক
বঙ্গীয় দ্বিজেন্দ্র-কুল-ভূষণ
শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর
ঠাকুরদাদা মহোদয়কে
এই ক্ষুদ্র কাব্যখানা
তদীয় চিরস্নেহ-পরিপালিত এই বালক
গ্রন্থকারের অকৃত্রিম ভক্তি ও
কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ
উৎসর্গীকৃত
হইল।

উপহার।

বৰ্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যসূর্য্য, ভাওয়াল-রাজমন্ত্রী

শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর

মহোদয়ের শ্রীকর-কমলে।

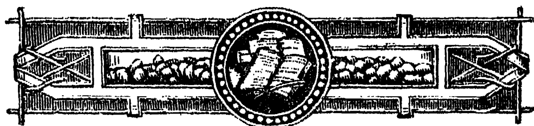
মহাত্মন্,

যে যুবক দুই বৎসর পূৰ্ব্বে সংসার-তরঙ্গে ভা সিয়া যাইতেছিল, আপনার স্নেহতরী আরোহণ করিয়া আজ সেই যুবক আপনার নিকট উপস্থিত। আপনার সেই দেবোপম অমৃতময়ী আশ্বাসবাণী—"আমাকে তাঁহার (আমার পিতার) চিরস্নেহবদ্ধ অনুজ বলিয়া মনে রাখিও, যতদিন আমি আছি, তুমি অবান্ধব হইবে না।"—আমার হৃদয়ে চিরকালের তরে অঙ্কিত থাকিবে। স্বয়ং ভারতী যাঁহাকে নিত্য নিত্য নূতন নূতন উপহার প্রদান করেন, আমি আজ কোন্ সাহসে এই অকিঞ্চিৎকর উপহার লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব? কিন্তু আপনি স্নেহময়, আমি স্নেহানুগত—তাই আমার সাহস অধিক। অর্থ ও ভাবহীন শিশুর বাক্যাবলী, অন্যের নিকট শ্রুতিমধুর না হইলেও

শিশুর স্নেহময় আত্মীয়ের নিকট তাহা পীযূষপূরিত বলিয়া অনুমিত হয়। এই একমাত্র সাহসেই আজ এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি যুবক, তাহার হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই ক্ষুদ্র উপহার নিয়া আপনার নিকট উপস্থিত। আশা আছে এই আবদার রক্ষা হইবে।

ভবদীয় একান্ত স্নেহের

গ্রন্থকার।



কুরুক্ষেত্র-কলঙ্ক

কাব্য।

প্রথম সর্গ।

নমি, মাগো তব পদে বীণাপাণি বাণি!
কর দয়া দয়াময়ি অধম তনয়ে,
দুরাশা জলধি-নীরে দিয়াছি মা ঝাঁপ;—
যে ভাবে রক্ষিলে মাগো বরপুত্রে তব
রক্ষ দাসে সেই ভাবে, এ মিনতি পদে;
অন্য কোন আশা মোর নাহিক মানসে।
চিরদিন গুণহীনে দিয়াছ চরণ,

এ ভরসা করি মনে হ'নু অগ্রসর,—
রত্নাকর, কালিদাস ভারত-ভূষণ,—
গুণাগুণ বিবর্জ্জিত ছিলেন যাঁহারা,
স্পর্শমণি স্পর্শে যথা, তথা ও চরণ
স্পর্শি ভব-পূজ্য তাঁরা, তোমার প্রসাদে ।

গভীর নিশীথ কাল অতি ভয়ঙ্কর,
সবাই লভিছে শান্তি নিদ্রার প্রসাদে,
নাহি জাগে প্রাণী যেন নিৰ্জ্জীব ধরণী ;
মাঝে মাঝে নিশাচর ভয়ঙ্কর রবে
নানাদিকে ছুটাছুটী করিয়া ফিরিছে ।
লম্পট, তস্কর, দস্যু, শৃগালের দল
টিপি টিপি চারিদিকে করিছে ভ্রমণ,
দেখিলে শিহরে প্রাণ, ভীষণ অবনী !

রজনীর নিস্তব্ধতা-অঙ্কে সুপ্ত এবে
কুরুক্ষেত্র, ভাগ্যক্ষেত্র কুরু-পাণ্ডবের ।
দুই পাশে ভাগ্য-রেখা সম শোভা পায়

অগণন রণোন্মত্ত সৈনিক-নিবাস।
এসগো কল্পনে, চল কৌরব-শিবিরে
ভারত-গৌরব যাহা দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত,
যার নামে কাঁপে বিশ্ব থর থর থরে,—
দ্বিতীয় স্বরগ মর্ত্ত্যে, ক্ষত্রিয়-গৌরব;
বীরদাপে যার কাঁপে পাতালে বাসুকী,
ত্রিদিবে ত্রিদিবেশ্বর, মর্ত্ত্যে পুরবাসী;
জলধির দূরগম্য অগাধ সলিলে,
ভূধর-কন্দরে, রোষ পশে অবহেলে।
অহো কি বিরাটপুরী! কে করে নির্ণয়,—
অগণন সৌধরাজী শোভে সারি সারি,
হিমালয় শৃঙ্গ জিনি শৃঙ্গাবলী যার
চুম্বিছে গগন যেন নয়নাগোচরে;
ভূতলের অতুলন যার শোভা-রাজি,
কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন নিজে পারেনি বর্ণিতে,
কি সাধ্য এ দীন কবি করিবে বর্ণন,
ভেলায় সাগর পার কে হ'য়েছে কবে?

নীরব নিশীথে আজ ওকি দেখি ওই ?
জ্বলিছে আলোক যেন একটী প্রকোষ্ঠে !
এস সহচরি, এস হ'য়ে অগ্রসর
দেখি কি ব্যাপার তথা হয় সংঘটন।
হাঁ সত্য, তা নয় শুধু, ঐ দেখ চে'য়ে,—
কনক-আসনে রাজে কুরুকুলেশ্বর,
দুঃশাসন, দ্রোণাচার্য্য, মাতুল শকুনি,
কৃপাচার্য্য, জয়দ্রথ, অশ্বত্থমা, কর্ণ
বসিয়াছে চারিদিকে, সবাই নীরব ,—
বিষাদ-সাগরে আজি ভাসে দুর্য্যোধন।
একি ভাব, সম্রাটের নাহি কিরে সুখ ?
বিশাল ধরণী যাঁর করতলাশ্রিত,
যাঁহার কটাক্ষে কাঁপে সরগ পাতাল,
তাঁর কি এ ভাব আজি, রাজাসনে কিরে
নাহি তবে সুখ ? ধিক্ এ ছার সংসারে !
আশাভরে এসেছিনু সুখের আগারে
দেখিতে সাম্রাজ্য-সুখ, ভূপতি-রতনে—
মরীচিকা প্রায় তাহা ! ধন্য রে সংসার !

তিষ্ঠ ক্ষণকাল, শোন বিষম বারতা—
সংসারের বিষবৃক্ষ কিবা ভয়ঙ্কর ;
বিষাদে সুদীর্ঘ শ্বাস ফেলি কতক্ষণে—
কহিলা কাতরে তবে দুঃশাসন বীর,—
"বিশাল-বারিধি-নীরে ঝটিকা দেখিয়া
কে দেয় ছাড়িয়া হা'ল হতাশ্বাস হ'য়ে ?
যে বিপদ-সিন্ধু মাঝে ভাসে কুরুকুল,
এ ভাবে রহিলে তাহা হবে কি উদ্ধার ?
জ্বলন্ত-বস্ত্রের শিখা না কর নির্ব্বাণ,
দহিবে সে কলেবর, না পাবে নিস্তার।
হব অগ্রসর সবে, দেখাব কেমনে
নাশয়ে অরাতিকুল ক্ষত্রিয়কুমার।
ছিছি দাদা! একি তব খেদের সময় ?
ভব-পূজ্য আর্য্যসুত ক্ষত্রিয় সন্তান,
কভু কাপুরুষ ভাব সাজে কি তাদের ?
সিংহের কুমারে কেন শৃগালের ভয় ?
বীরদাপে যোদ্ধৃগণ সাজ একবার,
দণ্ডিব পাণ্ডবে সবে সম্মুখ সমরে।

অনুজের বাক্য শুনি তুলিয়া বদন
উত্তরিলা মৃদুস্বরে কুরু-কুল-পতি,—
"সত্য যা কহিলে ভ্রাত! কিন্তু ভেবে দেখ
বিধাতা নিদয় এবে কুরুকুল প্রতি;
অতুল বীরের পুঞ্জে পূর্ণ কুরুকুল,
প্রতাপে কাঁপয়ে ধরা থর থর থরে,
কি ফল তাহাতে হায়! বিপুল ঐশ্বর্য্যে
যে লাভ যক্ষের, ভ্রাত! তেমতি আমার
এ-বীর-বৃন্দের আশা—আকাশ-কুসুম;
বিধাতা নিদয় যদি না হবে আমায়,
তবে কি অকালে শর-শয্যাতে শয়ন
করিতেন পিতামহ বীর-চূড়ামণি?
অকুল পাথারে ভাসে জীবনের তরী
কুল নাহি পাই ভাই, কি করি উপায়?
গেল মান, গেল বীর্য্য, গৌরবাদি সব,
এত দিনে ভঙ্গ হল প্রতিজ্ঞা আমার।"

উত্তরিলা কৃপাচার্য্য সুগম্ভীর স্বরে,—

"কেন এত অনুতাপ আসন্ন সময়ে ?
অবহেলে লঙ্ঘিয়াছ গুরু-উপদেশ,
কেন হে যাতনা এবে ভুঞ্জিছ অবোধ !
পড়ে কি হে মনে, যবে কহিলা কাতরে,
আগম-নিগম-জ্ঞানী পিতামহ তব,
বিনাযুদ্ধে পঞ্চগ্রাম দিতে পাণ্ডবেরে ?
মাতিয়া যৌবনমদে অবহেলি তাহে,
ভুঞ্জ প্রতিফল এবে যথোচিত তার।
এখনো মঙ্গল যদি করহ কামনা,
যুধিষ্ঠির মহামতি ধর্ম্ম অবতার,
জগত-মঙ্গল, আর বংশের গৌরব,
পায়ে ধরি তাঁর কর শান্তির স্থাপন,
কৌরব-সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী রহিবে অটুট।"

জলদ-গম্ভীর-স্বরে কহিলা রাধেয়,
শাপটি শাণিত অসি অরিন্দম করে,—
"ধিক্ তোমা, কৃপাচার্য্য ! ধিক্ শতবার,
জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ তুমি তাই এত ভয় ;

অরাতি-সূদনে তব এত যদি ত্রাস,
কে চাহে তোমারে ? কর গৃহে পলায়ন।
পূর্ণিমা নিশীথে, আর খদ্যোত আলোক
কিবা প্রয়োজন ? বৃথা কেন তুমি আর
করিছ শমনে ত্রাস শঙ্কিত ব্রাহ্মণ ?
কি ছার পাণ্ডব যদি একা কর্ণ রোষে ?
কেনহে রাজেন্দ্র আর বসিয়ে কাতরে,
তপনের কিবা ভয় হুতাশন-তেজে !
সাজহ বীরেন্দ্র-বৃন্দ, চলহে সকলে,
দেখাইব কত বীর্য্য ধরে এ শরীর।”

এতক্ষণে রোষভরে বিস্ফারি নয়ন,
কহিতে লাগিলা দ্রোণ বীর-কুল-মণি,—
“যৌবনের গরবেতে হ’য়ে জ্ঞানহীন,
পূজ্যপাদ গুরুকুলে কর অবহেলা ?
নাহি কিরে ত্রাস মূঢ় উন্মত্ত বর্ব্বর ?
বীর্য্য, শৌর্য্য তোর নাহি দ্রোণ-অগোচর;
অমরের যমে ত্রাস, তোর শুধু নয়,

কেবা না হাসিবে শুনি এ প্রলাপ-বাণী ?
শোন নীচাশয় তোর পতনের দিন
হইয়াছে সন্নিকট মনে যেন গণি ;
পতঙ্গের পক্ষ শুধু বিনাশ-কারণ ;
ঘৃণায় পূরিল প্রাণ না সরে বচন,
সিংহের পুরীতে আসি জম্বুক-তনয়.
করিতেছে অপবিত্র পবিত্র-আলয় !
বুঝিয়াছি কুরুকুল যাবে রসাতল
যথা ধর্ম্ম তথা জয় কে করে খণ্ডন ?”

ত্রাসিত অন্তরে ছাড়ি কনক আসন
পড়ি পদ-তলে, তবে ধৃতরাষ্ট্র-সুত,
কহিতে লাগিলা খেদে ধরিয়া চরণ :—
“পুত্রের বচনে কবে রোষয়ে জনক ?
মশক-দংশনে কভু রোষে কি বারণ ?
কেন আর তাত ! বৃথা রোষ অকারণ.
তোমা বিনা গতি নাই এ বিপত্তি কালে,
পদাশ্রিত দুর্য্যোধনে ঠেলিও না পায়।

যে দুঃখ-অর্ণবে ভাসি, কূল নাহি তার,
তুমি কূলাইলে কূল হইবে উদ্ধার;
হায় একি আজ তবে, একি ভাব তব,
সত্যই বিধাতা দাসে হইলেন বাম?
তবে আর কোন্ সাধে বহি দেহ-ভার?"
কহিতে কহিতে রাজা নয়ন-সলিলে
তিতিলা; কহিলা তবে দ্রোণ মহাবল,
সম্বোধিয়া দুর্য্যোধনে সস্নেহ বচনে:—
"ক্ষান্ত হও বাপ ধন! শুধু তব তরে
রহিয়াছে দ্রোণাচার্য্য এখনো জীবিত;
স্নেহের কত যে শক্তি, বুঝিব কেমনে?
তা' না হ'লে কেন আমি পাণ্ডবে ছাড়িয়ে,
রহিয়াছি কুরু-কুলে লোক-নিন্দা ত্যজে?
যত দিন বহে রক্ত দ্রোণের শিরায়,
তত দিন দুর্য্যোধন, কি ভয় তোমার?
ম'রে কি মারিয়ে, তোমা রক্ষিব সতত।"

শুনিয়া আশ্বাস-বাণী উঠিলা ভূপতি,

বসিয়া কনকাসনে আরম্ভিলা পুনঃ,—
"চির দিন বাঁধা দাস তোমার চরণে,
কি ভরসা তোমা বিনা কুরুকুলে আর ?
কে রাখিবে কুল মান তোমা ভিন্ন তাত !
কে ধরিবে বাড়বাগ্নি মহার্ণব বিনা ?
কিন্তু এবে হায় তাত ! কি হবে উপায় ?
শত শত যোদ্ধৃ হত পাণ্ডবের তেজে,
নাহি দেখি রক্ষা আর এ বিপুল রণে,
চারিদিক্ অন্ধকার করি দরশন,
নিত্য নিত্য হয় ক্ষয় মহারথী মোর ;
শত্রুপক্ষে মহারথী কতই প্রবল !
কর কৃপা কৃপাচার্য্য কেন কর রোষ,
জান ত প্রতিজ্ঞা দাস করিয়াছে যাহা ;
বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র-মেদিনী.
যত দিন বহে রক্ত দুর্য্যোধন-দেহে।"

উত্তরিলা কৃপাচার্য্য "কেন দোষ মোরে.
তোমার মঙ্গল তরে দিনু উপদেশ,

নাহি ডরে কৃপা কভু সম্মুখ সময়ে ;
নাহি কর খেদ বৎস ! যুঝি প্রাণপণে
করিব তোমায় রক্ষা এ দুরন্ত রণে ।”
সম্বোধিয়া পৃথ্বীশ্বরে কহিলা শকুনি,—
বিষ-কুম্ভ-পয়োমুখ, মুষিক-উপম,
কুরু-কুল-ধ্বংশ-হেতু, পাপিষ্ঠ বর্ব্বর,—
(কুবৃক্ষের কোটরস্থ বহ্নি তেজ যথা
ক্রমশঃ বিদগ্ধ করে সমস্ত কানন)—
“কি ভয় বাছনি তব এ ছার সমরে ?
জগ-অনুপম-বীর অশ্বত্থমা, দ্রোণ,
কৃপাচার্য্য, জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন,
থাকিতে এসব রথী ডর ভীমার্জ্জুনে ?
নাহি কর ভয় যদি একা মামা বাঁচে ।
পাণ্ডবেরে রাজ্য দিয়া সন্ধির প্রস্তাব,
না হবে পূরণ কভু শকুনি থাকিতে ।”

হ’য়ে পুলকিত চিত এবে দুঃশাসন
কহিতে লাগিলা পুনঃ গদ-গদ-স্বরে,—

"মামার দয়ার সীমা কোথায় সংসারে,
সদাই ভাবনা তাঁর মোদের মঙ্গল ;
ধন্য মোরা ভাগিনেয়, ধন্য তুমি মামা,
কুরুকুলে নাহি কুল তুমি না রহিলে।
গুরু দ্রোণাচার্য্য ! বল কি আদেশ তবে,
কুরু-কুল-দাসগণ তব মুখ-প্রেক্ষী ;
তুমিই ভরসা গুরো ! তুমিই সম্বল,
দেখ মহারাজ আজ ভাসে দুঃখার্ণবে।"

ফেলিয়ে সুদীর্ঘ শ্বাস চাহি ঊর্দ্ধদিকে,
ক্ষণেক থাকিয়া, চাহি নর-পাল পানে,
উতরিলা বীরদাপে দ্রোণাচার্য্য তবে,—
"নিয়ত কাঁদে এ প্রাণ অর্জ্জুনের তরে,
চির-অনুগত মম শিষ্য-চূড়ামণি ;
তবু তব পক্ষ যবে ক'রেছি আশ্রয়
প্রাণপণে সংহারিব অরাতি-নিকরে ;
'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'।
করিনু প্রতিজ্ঞা, কল্য যামিনী-প্রভাতে

পাণ্ডব-বীরেন্দ্র এক হইবে পতন।
চল যোদ্ধৃগণ তবে চলহে সকলে
রচিবারে চক্রব্যূহ নর-কালান্তক ;
নিজেই থাকিয়া তথা করিব সমর,
অরিকুলে হবে মহারথীর পতন।”

শুনিয়া কহিলা তবে কুরু-কুল-পতি ,—
উত্তম প্রস্তাব তাত! যুঝিবে কিরীটী
নারায়ণী সেনা সহ সমর-প্রাঙ্গণে,
তবে আর কেবা আছে পাণ্ডব শিবিরে
ভেদিতে সে চক্রব্যূহ ভুবনে দুর্জ্জয় ?
চল তবে সবে মিলে পশিয়ে শিবিরে,
গুরুর আদেশ মত রচিব সে ব্যূহ ;
কুরু-কুল-জয়-ধ্বজা উড়াইয়া তাহে
ভূতলে অতুল-কীর্ত্তি লভিব সকলে।”

ত্যজি সে নিভৃত-কক্ষ তবে বীরগণ,
একে একে চলিলেক বিশ্রাম-আগারে ;

যথা ত্রিযামার শেষে তারকা-নিকর
একে একে অস্তমিত হয় ধীরে ধীরে।





নিশীথে নিভৃত-কক্ষে পাণ্ডব-শিবিরে,
ষোড়শ বর্ষীয় যুবা সুভদ্রা-নন্দন ;
বৃষস্কন্ধ মহাভুজ, পাণ্ডুবংশ-কেতু,
সুর-সেনাপতি আসি যেন ধরাতলে,
নশ্বর মানব-রূপে লভিলা জনম।
কেশব মাতুল যাঁর, পিতা ধনঞ্জয় ;
জ্যেষ্ঠতাত ধর্ম্মরূপী রাজা যুধিষ্ঠির,
ধন্য অভিমন্যু বীর পাণ্ডব-গৌরব !
কেন গর্জ্জে কুরু-পতি তরে মিছা আর ?
জ্বলিছে আলোক কক্ষে, ঝলসিছে সব,
উৎকণ্ঠিত মনে যুবা ঘুরিছে তথায়,—
কভু বা কনকাসনে, কভু বা শয্যায়,

কভু বসে, কভু উঠে, কভু শূন্যপ্রাণে
তৃষিতচাতকসম করিছে লোকন,
কভু বা অস্ফুট-স্বরে করে গুন্ গুন্।
মুদিলা নয়ন পুনঃ; একি ভাব ভবে?
সমরের ত্রাস আজ হ'য়েছে কি মনে?
একি বিপর্য্যয় হায়! অতাপ অনল?
আশীবিষ বিষহীন, হয় কি বিশ্বাস?
যমের মরণে ত্রাস, কভু কি সম্ভবে?

অকস্মাৎ দূরে হ'ল নূপুর-ঝঙ্কার;
সতৃষ্ণনয়নে ফিরি, অলিন্দের পানে;
তৃষিত চাতক যেন ঘন-দরশনে,
অনিমেষনেত্রে যুবা, রহিলেক চাহি'।
কিন্তু নাহি পূরে আশা, অহো কি যাতনা!
বিলম্বিত পদক্ষেপ যেন মনে গণে;
না যায় মুহূর্ত্ত যেন সবাই অচল,
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ করিলা এরূপে।

এতক্ষণে বুঝিলাম, কিসের কারণ
যুবা হেন ভাবে আজ বসিয়ে বিরলে।
প্রিয়তমা বিরহেতে ব্যাকুলিত হ'য়ে,
আশাপথ নিরখিয়ে হ'য়েছে উন্মাদ।
অভিমন্যু! এই কি হে বীরত্ব তোমার?
বীর্য্য, শৌর্য্য, ধৈর্য্য তব বুঝিনু সকল।
কুরুক্ষেত্র মহাহবে তুমিই আবার,
উড়াইবে জয়ধ্বজা পাণ্ডবশিবিরে?
শান্ত হও, কেন এত হও উচাটন,
হেন তরলতা কেন বীরের হৃদয়ে?
অথবা অসহ্য যদি বিরহ অনল,
শান্ত কর তারে ঢালি ধৈরয সলিল,
কোথায় বিরহবিনা মিলনের সুখ,
দেখেছ কণ্টকশূন্য তামরস কভু?

ক্ষণপরে দ্বারদেশে বিরাটতনয়া,
(অর্ণব-মন্থন-অন্তে পদ্মালয়া যেন)
আলেখ্য পুতলীসম দাঁড়াইলা হাসি'।

কোথায় উপমা ?
সে প্রেম-প্রতিমা,
শারদ চন্দ্রমা
চরণে লোটে,
সুচারু নধর
রক্তিম অধর
শরমে কাতর,
কথা না ফোটে।
ভুবন রঞ্জন
নয়নে অঞ্জন,
কোকিল গুঞ্জন
স্বরেতে বাজে,
চঞ্চল নয়ন
ক'রে দরশন,
করে পলায়ন
কুরঙ্গ লাজে।
সরু কটী হেরি,
মনোদুঃখে হরি,

সব পরিহরি
ত্যজে না গুহা,
পীন-পয়োধর,
চুম্বিতে অধর
উন্নত ভূধর
জিনিয়ে আহা!
কর দরশন,
হেরিয়ে গমন
ঘৃণায় বারণ
মানিছে হা'র,
তিল ফুল জিনি,
নাসিকা বাখানি,
কিবা ভুজখানি,
মৃণাল ছার!
মুক্ত-কেশ-দাম
হেরি ঘনশ্যাম,
লভিছে বিরাম
পর্ব্বতাড়ালে,

রাঙ্গা টুক্ টুক্
মরি ঠোঁট্ টুক্,
হাসি ভরা মুখ
সতত খেলে।
কটাক্ষ বঙ্কিম,
জগ নিরুপম,
হানে অবিরাম
মন্মথবাণ।
লাবণ্য-আধার,
রূপ খানি তার,
মরি কি বাহার!
(হেরি) অবশ প্রাণ।
সরলতা ভরা,
চারু বিম্বাধরা,
নিরজনে গড়া,
মনেতে গণি,
প্রেমের পুতুল,
হেরিয়ে বাতুল,

সৃজন অতুল
প্রতিমাখানি।
অহো! কি মূরতি
যেন হাসে রতি;—
অপরূপ জ্যোতি,
দেয় কি শশী?
হেন রূপ ভবে,
কভু কি সম্ভবে?
উপনীত তবে
কমলা আসি'।
পূর্ণমনোরথ যুবা হ'ল এতক্ষণে;
প্রফুল্ল-অন্তরে ত্যজি' কনক-আসন,
অগ্রসরি' মহানন্দে অর্জ্জুন-কুমার,
ধরিলা মৃণাল-ভুজ অতি সযতনে।
চুম্বিয়া সে বিম্বাধরে ধরিয়া চিবুক
কহিতে লাগিলা যুবা অতি মৃদুস্বরে;—
"কেন এত বিলম্বিলে প্রাণের প্রতিমে?
অসহ্য বিরহ-জ্বালা বাড়বাগ্নিসম

জ্বলিল হৃদয়ে মম, তুমি তা বুঝিলে,
হ'ত কি বিলম্ব এত দিতে দরশন ?
তোমারে না হে'রে প্রিয়ে মরমজ্বালায়
অশেষ নিন্দিনু আমি সীমন্তিনীকুলে।"

এত কহি' অভিমন্যু বসিলা আপনি,
বামপাশে বসিলেক উত্তরা রূপসী ;
(জলদের পাশে যেন দামিনী সুন্দরী)
বীণা-বিনিন্দিত-স্বরে তবে এতক্ষণে
উত্তরিলা অভিমন্যু-হৃদয়-রঞ্জিনী ;—
"ক্ষমা কর এ দাসীরে নিজগুণবলে,
অপরাধ ক'রে থাকি যদি ও চরণে ;
বসিনু শাশুড়ীপাশে চরণ সেবিতে,
কহিলা কত যে মাতা উপদেশ-বাণী,
প্রাণ ভরি' শুনিয়াছি মিটিল না সাধ,
ইচ্ছা হয় শুনি সদা, সে সব বারতা।
কিন্তু, না বুঝিয়া আ'জ দারুণ বেদনা
দিয়াছে হৃদয়ে তব এ হতভাগিনী।

ধিক্ মোরে, কত পুণ্যে পতিরূপে পে'নু
কুমার সদৃশ তোমা হেন গুণধরে।
যে দিন জানিব নাথ! তোমার হৃদয়ে
দিয়াছে বেদনা দাসী, সে দিন আমার
জানিব জীবনে আর নাহি প্রয়োজন,
গুণহীন ধনুকেতে কিবা লাভ আর?"

প্রসারিয়া বাম বাহু সুভদ্রা-নন্দন
আনিলা সে মুখখানি বুকের ভিতর;
যথা যেন বর্ষণান্তে নবঘন কোলে
শোভিল ইন্দ্রের ধনু ভুবন-রঞ্জন।
সোহাগে চুম্বিয়া পুনঃ বদন পঙ্কজে
কহিতে লাগিলা তবে অভিমন্যু বীর;—
এত যদি না হইবে প্রাণের পুতলী!
তবে কিলো সদা রাখি হৃদয়-মন্দিরে,
শয়নে, ভোজনে, যুদ্ধে যবে যথা যাই,
তোর ধ্যানে লো উত্তরে! থাকি নিমগন।
কেন গরবিনি! তবে বৃথা খেদ এবে

রূপগুণে বাঁধা আমি সদা তোর পাশে,
ও বদনচন্দ্রমার সুধা পান করি,
রহে সদা পরিতৃপ্ত এ চিত্ত-চকোর ;
ধন্য আমি তোমাহেন পত্নী-ধন লভি'!
পবিত্র করিলে তুমি এ পাণ্ডব-পুরী।
বিমল কমল-মুখ মলিন দেখিলে,
দুঃসহ বেদনা মনে হয় উপস্থিত,
গ্রা'সে যদি রাহু চাঁদ ভুবন-মোহন,
কে হেন পাষাণ, যার দুঃখ নাহি হয় ?
ও মুখ মলিন হ'লে পলকে প্রলয় ;
সংসার, সমর, রাজ্য সব ছার মোর।
প্রাণের প্রতিমে ! এস, দেখাই তোমারে,
আনিয়াছি চিত্ররাজি দিতে উপহার,
যতনে আঁকিয়ে যাহা দিলে সযতনে
রাজ-সভাগৃহে আ'জ রাজ-চিত্রকর।"

কহিলা উত্তরা পুনঃ ভুবনমোহিনী,
প্রসন্নেন্দু-মুখে চাহি' অভিমন্যুপানে ;—




"স্বামীর সোহাগ বিনা অবনীমণ্ডলে,
রমণীজাতির কাম্য নাহি কিছু আর।
পতি কবে মন্দ হয়, সতীর নিকট ?
ভস্মপাশে অপবিত্র হয় গঙ্গোদক ?
কোথায় সে চিত্ররাজি দেখিতে বাসনা,
কৃপা ক'রে এনেছ যা দিতে উপহার।"

প্রবল ঝটিকাশেষে যথা অংশুমালী,
পশ্চিমগগনে পুনঃ হ'লে সমুদিত,
পুলকে পূরিত হয় জগতের জীব,
তথা পুলকিতচিত্তে কহিলা আর্জ্জুনি ;—
কেন ধনবিনিময়ে সে চিত্রনিচয়,
লভিতে বাসনা আগে বলনা আমায়।"

উত্তরিলা সমস্বরে উত্তরা সুন্দরী ;—
"বটে বটে, ভাল দেখি দেখি মুখখানি !"
এতেক কহিয়া বামা প্রসারিয়া বাহু,
প্রাণেশের গলদেশ ধরিলা যতনে,







অমনি সে বিম্বাধরে করিলা চুম্বন,
প্রেমের আবেশে অভি প্রেমিক রতন।
পরাজিতা হ'য়ে রণে অভিমন্যুপ্রিয়া,
লাজভয়ে নম্রমুখী হইলা তখন,
লজ্জাবতী লতা যথা হস্ত পরশনে,
সোহাগে ঢলিয়া বামা রহিলা সেভাবে।

খুলিয়া একটী চিত্র ধরিলা আর্জ্জুনি,
বিস্ফারি' নয়ন তবে দেখিলা উত্তরা ;—
রামবনবাসচিত্র হৃদয়বিদারী—
নব-জলধর-রামসহিত লক্ষ্মণ ;
পতির বিরহজ্বালা সহিতে না পারি',
রামসনে বনে সীতা করিছে গমন।
তুচ্ছ করি' রাজসুখে জনক-নন্দিনী
প্রফুল্লবদনে ধায় কান্তার পশ্চাতে,
তরঙ্গিণী ধায় যথা বারিধির পানে।




কহিতে লাগিলা তবে উত্তরা রূপসী ;—
"পাদপ-কোটরে বহ্নি করিলে প্রবেশ,
ক্রমে ক্রমে অন্ত্যদেশ করিয়া দহন,
অবশেষে নাশে যথা সমস্ত বিটপী,
তেমতি বিরহ-বহ্নি প্রবেশি' হৃদয়ে
কত যে যাতনা দেয় নশ্বর শরীরে,
নাশে প্রাণ কত শত অবলীলাক্রমে।"

কহিলা আর্জ্জুনি পুনঃ,—"সীতার কাহিনী
শুনিলে পাষাণ গলে, জানত সকল,—
রাজার নন্দিনী সীতা রাজার ঘরণী,
জগন্মাতা, জগল্লক্ষ্মী, আদর্শ ললনা,
শিখাইতে নারীধর্ম্ম সীমন্তিনীকুলে
অসার নশ্বর দেহ করিলা ধারণ ;
তেই দেখ জলাঞ্জলি দিয়া রাজ-সুখে,
ত্যজি' ধন-জন শুধু পতিসেবাতরে
গিয়াছিলা বনবাসে মনের হরষে।
সুদুর্ল্লভ পতি-পূজা কা'র ভাগ্যে হেন ?"

শুনিয়া স্বামীর কথা উত্তরা সুন্দরী,
কহিতে লাগিলা তবে অভিমন্যুপ্রতি ;—
"পড়িয়াছে দাসী তব সীতার চরিত,
শুনিয়াছে কত কথা তোমার সদনে,
শুধু পতি-পূজাহেতু পৌলস্ত্যভবনে,
ভুঞ্জিলা যাতনা সতী অশেষপ্রকার,
দুরন্ত চেড়ীর কত প্রাণান্ত প্রহার,
বিষ্ঠা-কীট রাবণের কত কুবচন ;
কিন্তু তবু মুখে তাঁর পতিনাম সদা,
পতি-পদ সদাধ্যান আছিল সতত।
সতীর পতিই ধর্ম্ম, পতিই সম্পদ্,
পতিই মঙ্গল তার পতিই সম্পদ্,
যাগ-যোগ-দান-ধর্ম্মে নাহি প্রয়োজন
পতি-পদ সদা ধ্যান সতীর সম্বল।
পতি বিনা গতি নাই সতীর সংসারে,
পারে কি বাঁচিতে মীন বারিহীন হ্রদে ?
এ জগতে কত জল নদীনদার্ণবে,
কিন্তু চাতকের তৃষ্ণা মেঘ-জল বিনা

মিটেনা কখন অন্য সলিলসেবনে।
তেমতি সতীর সুখ পতিপূজা-বিনা
হয় না কখন ; যথা সূর্য্যরশ্মি বিনা
ফোটে না পদ্মিনী কভু চন্দ্রের কিরণে।
পতি-পদ পূজিবারে যার ভাগ্যে নাই
জীবনে মরণে তার উভয় সমান।
হায় ধিক্! রামচন্দ্রে, হেন বৈদেহীরে
বিনাদোষে নির্ব্বাসিতা করিলা কাননে,
নিরদয় পুরুষের নিরদয় হিয়া,
মাকাল ফলের মত বাহিরে সুন্দর।"

দেখিলা দ্বিতীয় চিত্র উত্তরা সুন্দরী,
সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে অক্ষে নিষধ ভূপতি,
দীনহীনবেশে ধায় গহন কাননে,
দময়ন্তী সতী ধায় পশ্চাতে তাঁহার।
কামিনীর কমনীয় সুকোমলদেহে
'কানন-ভ্রমণ-কষ্ট সহিবেনা কভু'
তাই ফেলি' দময়ন্তীরে পলাইছে নল ;

কিন্তু যে সতীর প্রাণে পতির বিচ্ছেদ,
প্রখর-তপন-তপ্ত গজালান সম,
না ভাবিলা মনে ইহা দময়ন্তী-ভূষণ।

এ চিত্রের পার্শ্বে চিত্র আরো ভয়ঙ্কর,—
নির্দ্দয়, নির্ম্মম নল নিদ্রিতা কান্তারে
ফেলিয়া নির্জ্জনবনে করিছে প্রয়াণ;
পুরুষ-প্রণয়চিত্র দেখাইছে নরে!
ব্যথিতা হইলা দেখি পাণ্ডু-কুল-বধূ,
বিষাদে নিশ্বাস ফেলি' পুনঃ সুলোচনা
কহিতে লাগিলা তবে প্রিয়তমপ্রতি;—
"অহো কি বিষম দৃশ্য হৃদয়-বিদারী!
হায় হায়! এই কি গো পুরুষের প্রাণ?
এত কি কঠিন হয় মানবহৃদয়?
ভবপূজ্য সুধীবর পুণ্যশ্লোক নল,
এই কি আচার তাঁর নারীর উপর?
হউক্ সে নরের শ্রেষ্ঠ পুরুষ-প্রধান,
শত ধিক্কারের পাত্র আমার নিকট।"




দেখিলা তৃতীয় চিত্র বিরাটতনয়া ;—
নিবিড় কানন এক অতি ভয়ঙ্কর,
সাবিত্রীর অঙ্কদেশে সুচির-নিদ্রায়
নিদ্রিত হইয়া আছে পতি সত্যবান,
পশ্চাতে ভীষণ দণ্ড সাপটিয়া করে,
দাঁড়াইয়া স্থিরনেত্রে রবির নন্দন;
পতি-প্রাণা-সতী-তেজঃ অসহ্য দেখিয়া
কৃতান্তও ভীত আজি ; পারে না লইতে
সতীর পরমধন স্বামীর জীবন ;
যথা মহৌষধিমুগ্ধ কাল ফণিবর
না পারি' দংশিতে মন্ত্র-ওষধি-প্রভাবে,
স্বীয় তেজে দগ্ধ হয় আপন শরীরে।

ধরিলা চতুর্থ চিত্র অর্জ্জুন-নন্দন,
দক্ষ-যজ্ঞালয়, শোভা অতি মনোহর।
তার মাঝে দক্ষসুতা হর-মনোরমা,
পিতৃ-মুখে পতি-নিন্দা শুনিয়া শ্রবণে,
আপনার দেহ সুখে দিলা বিসর্জ্জন




সতীর জ্বলন্ত দৃশ্য দেখাইতে নরে।

"ধন্য চিত্রকর ধন্য" বলিলা উত্তরা,
"দেখি নাই হেন দৃশ্য কভু চিত্রপটে;
বাখানি তাহারে যার সুনিপুণ করে,
এঁকে'ছে এ মনোহর চারু চিত্ররাজি।"
চাঁপিয়া ধরিয়া করে গোলাপী অধর,
উত্তরিলা মধুস্বরে উত্তরা-ঈশ্বর;—
"বটে বটে এত দয়া চিত্রকরপ্রতি,
আমি বুঝি চিত্রগুলি শুধু ব'য়ে মরি?"
ব্যস্ত কেন এত? নহি সকাতর, দিতে
পুরস্কার উপযুক্ত" কহিলা উত্তরা।

খুলিলা পঞ্চম চিত্র সুভদ্রানন্দন,
চারিপাশে বামাগণ দামিনী বরণী,
তুলাব্রতে ব্রতী হ'য়ে সত্যভামা সতী
কৃষ্ণের সমান ধন দিবে মহর্ষিকে;
ধন, বস্ত্র, অলঙ্কার ফুরায়েছে সব,




পতির সমান ধন না পারি' যোগা'তে
বিষণ্ণ বদনে বালা আছে দাঁড়াইয়া,
পুলকে পূরিত চিত্ত দেবর্ষি নারদ।

"উপযুক্ত প্রতিফল" বলিলা উত্তরা.
"স্বামীর সমান ধন আছে কি সংসারে ?"
বিদ্রূপ করিয়া চিত্রে সত্যভামাপ্রতি,
কহিতে লাগিলা পুনঃ উত্তরা সুন্দরী ;—
"স্বামীর সমান ধন দাও পোড়ামুখি !
কেন এবে অধোমুখে দাঁড়াইয়ে আর ?"

অতি ভয়ঙ্কর দৃশ্য ষষ্ঠ চিত্রপটে !
শর-শয্যাশায়ী ভীষ্ম ক্ষত্রিয়-ভাস্কর,
পাণ্ডব কৌরব সব থাকি' চারিদিকে,
অন্তকালে দেখিছে সে ভারত-ভূষণে।
বড়ই বিষম দৃশ্য মরম বিদারী !
তিতিলা নয়ন-নীরে পাণ্ডব-দম্পতী ;
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি' অভিমন্যুবীর




ক্ষাত্রতেজঃপূর্ণ-বাক্যে কহিতে লাগিলা ;—
"নহে এ বিষাদ-দৃশ্য শোন লো উত্তরে,
ধন্যা বীরপ্রসবিনী এ ভারতভূমি,
ভীষ্ম হেন মহারত্ন তনয় তাহার,—
পবিত্র হইল ধরা যাঁহার জনমে।
নহে শর-শয্যা কভু ফুল-শয্যা এই,
যে ফুলের নিত্য গন্ধে পূরিত ভুবন।
কা'রনা এমন সাধ, সাধি, নিজ কাজ
পশিতে অমর-ধামে কীর্ত্তি রথে চড়ি'?
ধন্য ভীষ্ম, বিশ্বে যাঁর তুলনা-অভাব,
ত্রিলোক পূরিত সদা যশোগীতিগানে।
হেন সুখ-দিন কভু হ'বে কি উত্তরে,
সাধি' স্বীয় কাজ যবে ভীষ্মদেব-সম,
ত্যজিব নশ্বর দেহ, রাখিয়া ধরায়
অনশ্বর কীর্ত্তিরাজি কুরুক্ষেত্র রণে?"

শীতল সলিলপূর্ণ-পাত্র-গাত্রে যথা
উষ্ণ সমীরণ স্পর্শে জলবিন্দু বহে,

শুনিয়া অভির কথা তেমতি উত্তরা
অল্প অল্প আঁখি-নীরে তিতিলা সুন্দরী।
চাহি' প্রাণেশের পানে আরম্ভিলা পুনঃ ;—
"ক্ষত্রিয়নন্দন তুমি বীরচূড়ামণি,
সাজে নাথ তব মুখে এসকল কথা,
কিন্তু, হায়! অবলার প্রাণে শেলসম
বিঁধিয়া দারুণ ব্যথা দেয় প্রাণেশ্বর!
কোমল নারীর প্রাণ ননীর গঠন।
বীর তুমি, তাই বুঝি বীরত্ব তোমার,
বধিয়া নারীর প্রাণ করিবে প্রকাশ;
কার পানে চে'য়ে নাথ বহি দেহভার,
জগত ভুলিয়া থাকি কা'র মুখ দে'খে,
পলকে প্রলয় গণি' কা'র অদর্শনে,
সূর্য্যমুখী সম থাকি পথপানে চে'য়ে!
ও মুখ মলিন হ'লে জগত আঁধার,
তুচ্ছ করি রাজ-সুখ নরক সমান।
প্রসন্ন থাকিলে তুমি, গহন কানন
নন্দন-কানন সম দাসীর নিকটে।"

বহিল রক্তিম গণ্ডে নয়নের নীর,
বরিষার জল যথা রক্তপদ্ম-দলে।

মুছাইয়া নেত্র-নীর বসন-অঞ্চলে,
উত্তরিলা এবে পুনঃ উত্তরা-জীবন ;—
"বীরপত্নী বীরসুতা তুই লো উত্তরে,
ক্ষত্রিয় শোণিতে পূর্ণ ধমনী যাহার,
হায়, ছিছি, এই কি লো তাহার উত্তর ?
আমরা ক্ষত্রিয়-সুত, সমরে কি ভয় !
মৃগেন্দ্র শিশু কি কভু হয় ভীত চিত,
বিনাশিতে পশুকুল ? ডরে কি কখন,
দংশিতে মানবে কাল-ফণ-ধর-শিশু ?
ক্ষত্রিয় ঘরণী হ'য়ে রণ ভয় চিতে,
কে বা না হাসিবে শুনি' এ সব বারতা ?
ছাড় ভয়, ভয়শীলে, কর এ প্রার্থনা,
নির্ভয় অন্তরে পশি' সমর প্রাঙ্গণে,
সুচারু বরজে পশি' সজারু যেমতি,
করে ছিন্ন ভিন্ন সব, তথা বিদলিয়া
অরাতি নিচয় রণে, পিতার মঙ্গল




যেন পারি সম্পাদিতে সম্মুখ সমরে।
আছে কি লো হেন বীর এ ভব মণ্ডলে,
আটিতে সমর-ক্ষেত্রে পাণ্ডবের সনে ?
যাদের মঙ্গল তরে মঙ্গল আলয়
ভুঞ্জিছে বিপদ সব বিপদ-ভঞ্জন ;
জগতের ইষ্ট সেই কৃষ্ণ দয়াময়
থাকিতে সহায় কিবা ভয় পাণ্ডবের ?
পাণ্ডব প্রতাপ ভবে রহিবে অটুট।"

এতেক কহিয়া অভি হইলা নীরব,
আরম্ভিলা পুনঃ তবে কহিতে উত্তরা ;—
"সত্য যা কহিলে নাথ, কিন্তু নারী প্রাণ
আরাধন করে সদা পতির মঙ্গল,
নহিলে ক্ষত্রিয় বালা ডরে কি সমরে ?
বীর প্রসবিনী মোরা এ ভারত ভূমে,
রণরঙ্গে কভু মোরা নাহি করি ভয় ;
যথা স্রোতস্বতী স্রোত শৈত্য-গুণাধার
সুমন্দ গতিতে বহে সাগরের পানে,




কিন্তু যদি প্রভঞ্জন যোঝে তার সাথে,
নহে সে কাতর যুদ্ধে, তেমতি সমরে
কর্ত্তব্য বিমুখ নহে ক্ষত্রিয় ললনা।
মাতুল-শ্বশুর মোর থাকিলে সহায়,
সুভদ্রার পুত্রবধূ না ডরে সমরে।
কিন্তু, ভেবে দেখ নাথ, কি ঘোর তরঙ্গ
উঠিয়াছে কুরুক্ষেত্র রণ-পয়োধির,
কত মহারত্ন ক্ষয় হইছে নিয়ত,
তাই কাঁপে ছার প্রাণ শুধু তব তরে।
অবোধ রমণী প্রাণ প্রবোধ না মানে
প্রাণেশ-মঙ্গল হেতু সদাই শঙ্কিত।
হযে রণে অগ্রসর, বধিবে অবলা
এই কি মনন প্রভো! করিয়াছ মনে?"

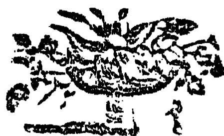
বিষাদ সাগরে হেরি' মগ্ন অবলারে,
ধরিয়া মৃণালভুজ কহিলা আর্জ্জুনি;—
"ভয় নাই অভি রণে, কেন তবে ভয়,
বিষাদ সলিলে কেন ভাস অকারণ?

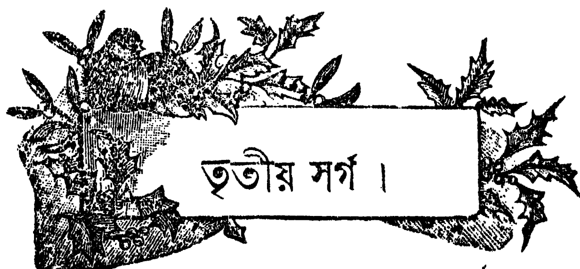



বদন প্রসন্ন করি' চাহ একবার।
কহিলা উত্তরা পুনঃ অতি মৃদুস্বরে ;—
"পিঞ্জরের পাখী যদি চায় বার বার
উদ্ঘাটন করি দ্বার করিতে প্রয়াণ
তবে কি বিশ্বাস কভু হয় তার প্রতি ?"
উত্তরিলা এবে পুনঃ উত্তরা-জীবন—
"রোধ দ্বার শক্ত ক'রে হবে ভয় দূর।"
হাসিয়া কহিলা বামা "কে করে বিশ্বাস,
শিকল কাটাই সদা স্বভাব যাহার।"
'বউ কথা কও' বলি ডাকিল বাহিরে.
পাখী বুঝি হ'য়ে দুঃখী অভিমন্যু-দুখে।
অর্জ্জুন-নন্দন তবে কহিলা আপনি ;—
"পোড়ামুখ পাখি ! তুই আমার মতন
'শিকল কাটার' দায়ে পড়েছিলি কভু ?"
ঘৃত যোগে বহ্নি সম অমনি উত্তরা.
ছুটিলা তখন বেগে রোষের আবেশে।
উড়িল কুণ্ডল পিছে জলধর সম,
দামিনী বরণী খেলে উত্তরা সুন্দরী।




ধাইলা পশ্চাতে অভি, ধরিলা অঞ্চল,
'শিকল কাটিল বুঝি' কহিলা আবার।
মানের তুফান এবে থামিল ত্বরিতে,
হাসিয়া ফিরিয়া বালা অভির বদনে
করিলা চুম্বন সাধে, মরি কি বাহার—
শোভিল সুবর্ণ থালে কোহিনুর মণি ;
আবেশে ঢলিয়া বামা রহিলা তখন,
সহকার তরু'পরে স্বর্ণলতা যেন।





তৃতীয় সর্গ ।

সুবিপুল শোকার্ণবে ভাসে সুরপুরে,
শশাঙ্ক-বাসনা সতী রোহিণী রূপসী ।
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর মলিন বদন,
আলু থালু কেশ দাম পড়ে'ছে ছড়িয়ে,
স্বামী বিনা এ জগতে কি আছে এমন,
তোষিতে সতীর মন পতিগত সদা ।
আপনি চন্দ্রমা যার জীবন-ঈশ্বর,
কেন না আঁধার সব হ'বে তাঁরে বিনা,
সুধাকর—সুধা বিনা কেমনে রূপসী
ধরিবে জীবন ভার আঁধার জগতে ?
হায় কভু কাঁদে বালা কভু চুপ্ থাকে,
ছট্ ফট্ করি' কভু কাটাইছে কাল,

অচলা যামিনী যেন ভাবি' মনে মনে,
কভু বা আপনি কহে দুঃখের বারতা ;—
'হায় বিধে ! আর কি সে ধরিব জীবন,
অবোধ অসহ্য মন প্রবোধ না মানে,
বড়ই প্রখর হায় বিরহ-অনল,
ধীরে ধীরে জ্বালি' আগে দহে পরে প্রাণ।
নিদাঘে মাতঙ্গ মত্ত রাখিলে বাঁধিয়া
যে দশা তাহার, আ'জ সে দশা আমার।
অসহ্য অসহ্য আর না পারি সহিতে
হায় হায় কোথা গিয়া জুড়াইব প্রাণ ?"

এই রূপে বিলাপিয়া বিধু-প্রাণেশ্বরী,
চলিলা মনের দুঃখ বলিতে আপন,
যথা বিরাজেন লক্ষ্মী গোলক-ঈশ্বরী।
অনন্ত শয্যায় হরি নিদ্রায় বিভোর,
শিখাইতে নারী-ধর্ম্ম সীমন্তিনী-কুলে
পদপাশে ব'সে রমা সে'বে পদযুগ,
ভোলানাথ পদ্মনাভ করে স্তুতি-গান,

শনকাদি ঋষিগণ নিমগন ধ্যানে ।
চিরশান্তি বিরাজিছে নাহি শোক তাপ,
কার সাধ্য সে শোভার করিবে বর্ণন ?

ক্ষীরোদ পাথারে অমিয় আধারে
শোভিত নীরদ-কায়,
অনন্ত ফণায়, অনন্ত ছটায়
অনন্ত শায়িত হায় ।
পীতাম্বর পরা গলে পীতধড়া
শোভে বনমালা গলে.
সুনীল সলিলে, মৃদুল হিল্লোলে
(হরি) মৃদুল মৃদুল দোলে ।
(হরি) পুরুষ উত্তম, সত্ত্ব-রজ-তম
এই তিন গুণাধার,
কুল কুল নাদে, বহে গঙ্গা পদে
নাশিতে কলুষ ভার ।
চির শান্তি দিয়া, চৌদিক্ ঘেরিয়া
সৃজি' সে সুখ আলয়,

অনন্ত শয্যায়, শান্তির নিদ্রায়
(হরি) মহাসুখে নিদ্রা যায়।
পদপাশে ব'সে জগ-লক্ষ্মী হে'সে,
বিভুপদ সেবা করে,
যেন ঘন-কোলে সৌদামিনী খেলে,
অপরূপ শোভা ধরে।
রূপের তুলনা, ভুবনে মিলে না,
কল্পনা ও মানে হা'র,
ও রূপের গাথা, কি গাবে কবিতা
নাহি কোন সাধ্য কার।
অনন্ত সে পুর অনন্ত ঈশ্বর,
অনন্ত সকলি তায়,
রূপের অনন্ত, ভাবের অনন্ত,
অনন্ত বহিয়া যায়।
অনন্ত আকাশ, অনন্ত বাতাস,
অনন্ত আলোক খেলে,
বিধি-বিষ্ণু-ভোলা, ভাবিয়া উতালা,
যাইতে অনন্ত কূলে।

অনন্তের ছবি, এ অধম কবি,
কি আর আঁকিবে হায়,
যেন দয়া ক'রে, এ দীন কিঙ্করে,
অনন্ত রাখেন পায়।

প্রণমি' রমার পদে রোহিণী রূপসী,
দাঁড়াইলা নত শিরে বিষণ্ণ বদনে।
ব্যাকুলিত প্রাণে তারে সুধিলা তখন,
ভুবন মোহিনী সতী কেশব-বাসনা ;—
(নন্দন কাননে যবে আসে ঋতুরাজ,
শুনিয়াছে পিকবর সুধাংশু-রমণী,
'শুনিয়াছে অপ্সরার গান সুর-পুরে,
কিন্তু, যাহা ঝঙ্কারিল রোহিণীর কানে,
সব হা'র মানিলেক আজি তার কাছে,
সুধার ফোয়ারা যেন ছুটিল দিগন্তে।)
"কি লাগিয়ে এলে ধনি হেথা নিশাকালে,
আকুল হইল প্রাণ কহ বিধু-প্রিয়ে ?"

কাতরে নিশ্বাস ছাড়ি' কহিলা রোহিণী ;—
"ক্ষম মাতঃ অভাগীরে ; শান্তির আগারে
পশিয়াছি নিশাকালে বেদনা জানা'তে ;
তুমি বিনা ব্যথা মম কে বুঝিবে আর ?
প্রবেশিলে শান্তিপুরে সবে শান্তি পায়,
কহ দেবি, কোন্ দোষে দাসী দোষী পদে,
অভাগীর শান্তি-সুখ নাহি কি জগতে ?
জগত-জননী তুমি, এই কি বিচার ?
নহে পটু স্রষ্টা দেবি, জগত সৃজনে,
ন'লে কেন ত্রিভুবনে এত অবিচার ?
কেন পূর্ণ রত্নাকর হিংস্র যাদোগণে,
অর্দ্ধ ভূমণ্ডলে কেন না তাপে তপন,
এক পক্ষে অন্ধকার অন্য পক্ষে আলো,
কেন জরা নাশ করে সুচারু যৌবন,
কমলে কণ্টক কেন, বিধুর কলঙ্ক,
মহাতেজা মার্ত্তণ্ডের কেন রাহু অরি,
প্রণয়ে বিচ্ছেদ কেন ধর্ম্ম পথে বাধা,
সুখ দুঃখ মিলি' কেন সৃষ্টি বিধাতার ?"

হাসিয়া কহিলা তবে রমা আদ্যাশক্তি;—
"বৃথা কেন দোষ তুমি ক্ষপাকর-প্রিয়ে?
অবলার কিবা বল কি বুঝিবে বল,
গূঢ়তম সৃষ্টিতত্ত্ব দুরূহ অশেষ,
শুনিতে বাসনা যদি সে সব বারতা,
কহি তবে ব্যক্ত ক'রে শোন মন দিয়া।"

"ক্ষম দেবি," বাধা দিয়া কহিলা রোহিণী,
"কি কাজ আমার শুনি সে গূঢ় সংবাদ?
যে অনল জ্বলিতেছে হৃদয়-কন্দরে,
কহ দেবি, কিরূপে তা হইবে নির্ব্বাণ?
কি কাজ আমার ছাই সৃষ্টি-তত্ত্ব শুনি,
বল তত্ত্ব কিসে দাসী ধরিবে জীবন।
অসহ্য অসহ্য দেবি, জীবন আমার,
নাহি মানি স্রষ্টা সৃষ্টি, যা'ক্ ছারখারে
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল, নাহি খেদ তায়,
বুঝিয়াছি এ জগতে নাই সুবিচার।"

কহিলা কাতরে তবে শুনি' পদ্মালয়া ;—
"কহ সতি, কিবা জ্বালা হৃদয়ে তোমার ;
ব্যথিত অন্তর মম হেরি' দশা তব,
শুনিতে উদ্বিগ্ন মন, কহলো সত্বর।"

বিষাদের হাসি হাসি' কহিলা রোহিণী ;—
"দয়াবতী নাম আ'জ সার্থক তোমার !
অন্তর যামিনী তোমা বলে মিছে লোকে।
আত্ম-সুখে রত লক্ষ্মি, আপনি সতত।
ভেবে দেখ রমে তুমি আপনার মনে,
কত যে দুখিনী আমি বলা নাহি যায় ;
তুমি সতি, অঙ্কে নিয়ে কান্ত-পা দু'খানি,
সেবিছ মনের সাধে ত্যজিয়া বিশ্রাম,
হায় দুখিনীর প্রতি হয় না কি দয়া ?
(মণিহারা ফণিনীর যে দশা জগতে)
অসার হইল এই বামা-জন্ম মোর।
জননী গো দয়াময়ী বিদিত ত্রিলোকে,
দুখিনী-তনয়া কি মা জ্বলিবে পরাণে ?

হায় মাতঃ একি তব উচিত বিচার,
নিজ সুখে তনয়ার দুঃখ নাহি বুঝ ?"

উত্তরিলা পুনঃ এবে মাধব-মোহিনী ;—
"কেন সতি বৃথা তুমি দোষ বিধাতায়,
যার যাহা কর্ম্ম ফল, অবশ্য তাহার
হইবে ভোগিতে, নাহি কেহ পারে তারে
করিতে খণ্ডন ; ভেবে দেখ মনে ধনি,
যেই ঘোর পাপে তব জীবন-ঈশ্বর
জনমিল ধরাতলে, কি সাধ্য আমার
বল খণ্ডাইতে তারে ? সামান্য বালিকা
নহত রোহিণি ! পার সব বুঝিবারে,
তবে কেন বৃথা মোরে দোষ ইন্দুপ্রিয়ে ?"

কহিলা গম্ভীরস্বরে রোহিণী আবার ;—
"না চাই শুনিতে আর মধুর বচন ;
বড় আশা ক'রে আ'জ এসেছিনু আমি,
করিবারে দয়া-ভিক্ষা লক্ষ্মি তব কাছে।

পূরিল সকল সাধ, মিটিল বাসনা,
অহো কি পাষাণ চাপা হৃদয় তোমার !"

সম্বোধিয়া রোহিণীরে কহিলা কমলা ;
"সুখ দুঃখ এ জগতে ভাগ্যের লিখন,
কর্ম্ম অনুযায়ী তাহা হইবে ভুগিতে ;
ভে'বে দেখ মনে সাধ্বি, যে ঘোর পাতক
ক'রে শাপগ্রস্ত হ'ল প্রাণেশ তোমার ;
কর্ম্ম অনুরূপ শাস্তি হ'য়েছে উচিত।
নিদয়া নিঠুরা কভু নহিগো রোহিণী,
কাঁদে প্রাণ তোর তরে, ফেটে যায় বুক !
বিরহিণী বালা সম হায় এ জগতে
আছে কি দুঃখিনী কেহ ? হায় মা আমার
শোকাশ্রু-নয়নে তোর বহিতে দেখিয়া
ইচ্ছা হয় পুনঃ পশি সাগর মাঝারে।
শান্ত হও সতি, বৃথা বিলাপে কি ফল ?
এ অভাগী জন্মে জন্মে কেঁদেছে অনেক,
স'য়েছে অনেক ! তাই বলি মা আবার

বিলাপে নাহিক ফল ! এবে এস দুইজনে
ভক্তি ভরা চিতে ডাকি বিপদ-ভঞ্জনে,
সকল বিপদ নাশ করিবেন যিনি ।
হের হের বিধুপ্রিয়ে ইচ্ছাময় হরি
নিদ্রায় বিভোর আ'জ আপন ইচ্ছায় ।
এ কি নিদ্রা কভু সতি ? অনন্তব্রহ্মাণ্ডে
যাঁহার ইচ্ছায় ঘটে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়,
অনন্ত কর্ম্মের সূত্র বাঁধা যাঁর করে
নিদ্রা কি সম্ভবে তাঁর ? এস মোরা এবে
যুড়ি' দুই কর, প্রাণে হইয়ে বিভোর
ডাকি সর্ব্বদুঃখহারী প্রভু নারায়ণে ।"

এতেক কহিলে লক্ষ্মী, জানু পাতি দোঁহে
"ওঁ হরে ওঁ হরে" বলি ডাকিলা ভবেশে ।
ভাঙ্গিল অনন্ত-নিদ্রা, জাগিয়া কেশব
কহিতে লাগিলা এবে—"কি কারণে, কহ
কোন্ দুঃখে পদ্মালয়ে ! নিশীথ সময়ে
ডাকিছ আমাকে ? বাঁধা হরি সদা পাশে,

তবে কোন্ দুঃখে কাঁদ ভবদুঃখ হরা ?”
প্রাণের ভক্ত কি কেহ পড়ে’ছে বিপদে ?”

উত্তরিলা পদ্মা তবে—“আবার ছলনা,
হরি আর কত বল করিবে এ রূপ ?
যুগে যুগে জন্মে জন্মে কত কষ্ট হায়
ভুঞ্জিল জগত-প্রাণী ছলনায় তব।
হের নাথ হের ওই শশাঙ্ক মোহিনী
ভিখারিণী বেশে আ’জ পতিতা চরণে।
হয় না কি দয়া প্রভো, আর কত জ্বালা
বল নাথ, দাসী আমি, বল দয়া ক’রে
সহিবে অভাগী বালা ? হের মুখ খানি
বিকচ-কমল-সম ছিল শোভা যার,
ফেটে যায় বুক এবে হেরিলে তাহায় !
দয়াময়, কৃপানেত্রে হের একবার ;
কিসে বালা ধরে প্রাণ বল কৃপা করি,
ছলনা চাতুরী ছাড়ি, ওহে অন্তর্যামি !”

কহিলা কেশব—"লক্ষ্মি, বুঝেছি সকল;
হয়ে'ছে স্মরণ সব, কাঁদিছে পরাণ।
প্রাণের ভক্তের স্মরি' অপার দুর্গতি;
কর্ম্মদোষে ভক্তশ্রেষ্ঠ ভুঞ্জে এ যাতনা।
পরম ভকত জায়া রোহিণী আমার,
করহ সান্ত্বনা প্রিয়ে; অচিরে হইবে
দুঃখ রাশি দূর তার; আসিবে ত্রিদিবে
ভক্ত মোর, সাধি'কাজ নশ্বর ধরার।
বিশেষতঃ তুমি যারে সদয়া এ ভবে
কোন্ দুঃখ তার থাকে বল দুঃখহরা।"

কহিলা কমলা পুনঃ—"নাথ' জানি আমি
ভকত বৎসল তুমি, ভক্তের জীবন,
কৃপাময়, কহ মোরে পাপের সংসারে
হয় নি বঞ্চিত কভু তোমার কৃপায়
ভুলেনি'ত তোমা ধনে রোহিণী-জীবন?
তুমি ত ভুলনি, তাঁরে ওহে দীননাথ?"

উত্তরিলা কমলেশ—"ধন্যা তুমি রমে!
এত যদি না হইবে তবে কি লো থাকে
বাঁধা তোর পাশে সদা আপনি ভবেশ?
তবে কি লো অহর্নিশ জগতের প্রাণী
ডাকে মন প্রাণ সঁপি' দয়াময়ী বলি'?
ভকতের প্রাণ তুমি পতিত পাবনি!
শোন প্রিয়ে' ভুলে নাই ভক্ত শ্রেষ্ঠ মোরে,
আমিও ভুলিনি' তারে; জানত কমলে,
লীলার মাহাত্ম্য ভবে করিতে প্রচার
কৃষ্ণ রূপে জন্ম মোর ধরণী মাঝারে।
আমার পরম ভক্ত অর্জ্জুন ঔরলে,
ভক্তশ্রেষ্ঠ চন্দ্র মোর জ'ন্মেছে ধরায়;
নাম তার অভিমন্যু, বীর চূড়ামণি;
মাতুল রূপেতে আমি সহায় তাহার।
কাল পূর্ণ এবে তার, আসিবে সে ত্বরা,
রাখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি কুরুক্ষেত্র রণে।"

আবার কহিলা রমা—"হরি প্রাণেশ্বর!

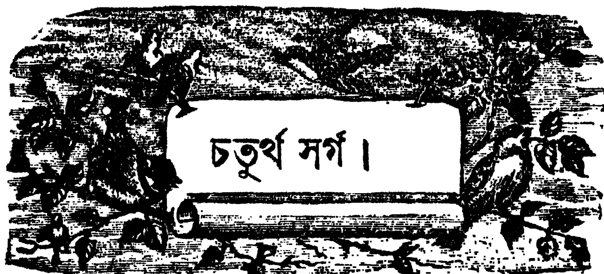
ধন্য তুমি, ধন্য তব ভক্ত-প্রেম ভবে!
ভক্তের মঙ্গল তরে সদা ব্যস্ত তুমি,
নিজ হ'তে শক্তি বেশী দিয়াছ ভক্তেরে।
প্রাণের রোহিণি! হের, হের নারায়ণে
অপার দয়ার সিন্ধু, হের ভুনয়নে!
যাও মনোসুখে সতি, আপন আলয়ে
অচিরে বাসনা তব হইবে পূরণ।"

গদগদ স্বরে তবে রোহিণী রূপসী
কহিতে লাগিলা পুনঃ,—"ভু'লেছি সকল,
ভু'লেছি বিরহ জ্বালা ভু'লেছি জগত!
অবশ হ'য়েছে প্রাণ, চলেনা চরণ।
মোর সম ধন্যা আ'জ কে আছে জগতে?
ইচ্ছা হয় থাকি সদা যুগল চরণে,
সুধার ফোঁয়ারা যেন ঝড়িছে চৌদিকে,
আপনি আপন হারা হইয়াছি আ'জ।
কৃপাময়! কৃপাময়ি! এত কৃপা যোগ্যা
কভু নহে এই দাসী; ভিখারিণী আমি,

কৃপা করি' রেখো পদে, দেহ বর মোরে
থাকে যেন মতি সদা যুগল চরণে।"

প্রণমি' কেশব পদে পূজিয়া রমায়
চলিলা রোহিণী তবে পুলকিত চিতে,
নানা উপচারে পূজি' যথা ইষ্ট দেবে
ফিরে যায় ভক্ত জন মনের হরষে।





প্রভাতে সমিতি-গৃহে পাণ্ডব-শিবিরে
বসেছেন ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির,
নকুল, সদেব, ভীম আত্মীয় স্বজন
বসেছে চৌদিকে সব ঘেরিয়া রাজায়,
তারকা নিকর যথা ঘেরে চন্দ্রমারে।
সহ সখা ধনঞ্জয় গিয়াছে সমরে
লভিতে অতুল কীর্ত্তি দুর্জ্জয় আহবে
ভুবন-বিজয়ী নারায়ণী সেনাসহ।
বহিতেছে যেই ঝড় কুরুক্ষেত্র রণে,
অগণন বীর বৃন্দ হইতেছে হত,
হারাইছে কত মাতা প্রাণাধিক সুত,
হইতেছে অনাথিনী কত সতী হায়,

ভ্রাতৃশোকে কাঁদে কেহ, কেহ বন্ধু শোকে,
প্রতিদিন ক্রন্দনের উঠে নব রোল।
হৃদয় কুটির আর বাসের কুটির
আলোকিয়া ছিল কারো একটী প্রদীপ,
এ দুরন্ত ঝড় তারে নিবাইয়া হায়,
ক'রেছে আঁধার আ'জ উভয় কুটির।
মাতৃ পিতৃ হীনা কোন অভাগিনী বালা
হৃদয় কন্দর মাঝে বড় সাধ ক'রে,
রোপে ছিল তরু এক জীবন আশ্রয়,
যতনে করিত তায় প্রেম বারি দান,
এ বিপুল ঝড় তারে ক'রে উন্মূলিত,
হ'রেছে শীতল ছায়া জীবন মরুর।
এইরূপ কত শত দেহের পতন
হইতেছে মহারণে সংখ্যা নাই তার।

ধর্ম্মভীরু পাণ্ডবেশ বসি অধোমুখে
ভাবিছেন সমরের ভাবী ফলাফল,
ইহার উপর এক বিষম বারতা,




শুনিয়া ভাসেন রাজা অকূল পাথারে,
নূতন কৌশল এক করি উদ্ভাবন
রচেছেন চক্রব্যূহ দ্রোণ মহাবীর
সৈন্য স্থাপনের প্রথা অতি সুনিপুণ,
আপনি কৃতান্তরূপী সব্যসাচী গুরু,
ব্যূহ মাঝে থাকি রণে করিছে আহ্বান
মুছিতে সিন্দূর-বিন্দু কত অভাগীর।
করিছেন চিন্তা রাজা কে যাইবে রণে,
কে ভেদিবে চক্রব্যূহ নর-কালান্তক।

চিন্তায় ব্যাকুল হেরি রাজা যুধিষ্ঠিরে
কহিতে লাগিলা রোষে ভীম মহাবল,
নির্ভয় হৃদয় যাঁর বৃত্রাসুর সম,
যমদণ্ড সম গদা সদা যাঁর করে ;—
"মহারাজ, একি তব চিন্তার সময় ?
প্রজ্জ্বলিত বহ্নি শিখা হেরি গৃহ পরে
নিশ্চেষ্ট হইয়া কর উপায় চিন্তন ?
ঢালিলে কলঙ্ক তুমি ক্ষত্রিয় সমাজে !







ফণধর শিশু কভু করে কি চিন্তন
কিরূপে দংশিবে নিজ শত্রু মানবেরে?
আমরা ক্ষত্রিয় পুত্র সদা জাগরুক,
আহ্বানিলে রণে কেহ অমনি প্রস্তুত।"

উত্তরিলা যুধিষ্ঠির সুগভীর স্বরে;—
"ভাই ভীম, বটে করী মহাবল অতি
কিন্তু বুদ্ধিহীন বলি বিফল সে বল,
হয় বাধ্য অনায়াসে ক্ষীণ মানবের।
তেমতি বীরত্বে তব নাহি কোন সার;
মহাবল হতে পার, নহ বীর তুমি।
ভূত ভবিষ্যৎ যে বা করিয়া চিন্তন
করেন গমন রণে; বীর সেই জন।
দেখ চিন্তি মনে ভ্রাতঃ, যেই ভয়ঙ্কর
চক্রব্যূহ রচিয়াছে কুরু-সেনাপতি,
ভেবেছ উপায় কিছু ভেদিতে উহারে?
শুধু পশু-বলে রণে ফল নাহি হয়।
আজিকার চক্রব্যূহ রচি গুরুদেব







প্রকাশিছে কত নিজ সমর পটুতা,
প্রিয়তম শিষ্য তাঁর অর্জ্জুন কেবল
শিখেছিল হেন ব্যূহ ভেদন উপায়,
সংহরণ কৌশলাদি উহার মাঝারে
নির্গম উপায় যত, রণ পরিশেষে।
তাই চিন্তাকুল মন, নহে রণে ত্রাস—
ভুবন-বিজয়ী-ভাই বিজয় আমার,
নাহি আজ উপস্থিত, নাই হেথা আজ
সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশন প্রাণের কানাই!"

যুড়ি দুই হাত তবে কহিলা নকুল
নকুল সদৃশ যিনি শত্রু-অহি নাশে;—
"কেন মিছে ভাব দাদা জান ত সকল,
আহ্বানিলে রণে শত্রু, শাস্ত্র-বিধি মতে
অবশ্য যাইতে হবে সমর প্রাঙ্গণে;
বিলম্ব হইলে শত্রু হাসিবে নিশ্চয়।
নাহি ডরে কুরু দলে পাণ্ডু-পুত্রগণ,
ভীষ্ম, দ্রোণ, না থাকিলে ওরা এতদিনে




তুলা রাশি প্রায় সবে যাইত উড়িয়া,
ওদের বীরত্ব সব বু'ঝেছি ক'দিনে।
সদা পাপে রত যারা নাহি ধর্ম্ম জ্ঞান,
কিসে দাদা তারা বল জিনিবে সমরে?
অথবা মরণ যদি থাকেই ললাটে,
তাতেই বা কেন ভয়, বীর-পুত্র মোরা,
কখনো কাতর নহি সম্মুখ সমরে,
লভিতে অক্ষয় স্বর্গ পরাণ ত্যজিয়া।"

চাহি'সে অনুজ পানে কহিলা নরেশ,
অচল বারিধি মত সদা স্থির যিনি ;—
"বীরেন্দ্র কেশরী সম উত্তর তোমার ;
কিন্তু মনে কভু ভাই ক'রেছ চিন্তন,
কি উপায়ে দ্রোণ ব্যূহে করিয়া প্রবেশ
লভিবে অতুল কীর্ত্তি দুর্জ্জয় সমরে?
পাণ্ডবের গর্ব্ব খর্ব্ব হ'ল এতদিনে,
না জানি কি মহানর্থ ঘটিবেরে আ'জ ;
পাণ্ডবের সখা যিনি দেব বাসুদেব




থাকিলে নিকটে কোন ছিল না কো ভয় ;
গিয়াছে কীরিটী রণে, সুযোগ দেখিয়া
রচিয়াছে ব্যূহ দ্রোণ, ভেদিতে যাহায়
নাহি কোন বীর আর পাণ্ডব শিবিরে,
পার্থই জানয়ে শুধু এ রণ-কৌশল।"

গভীর নিশীথে ঘোর দামিনী সম্পাতে
মানব সুষুপ্তি যথা ভাঙ্গে অকস্মাৎ,
সেইরূপ এতক্ষণে বদন তুলিয়া
করিলা লোকন অভি রাজানন পানে।
বীর-শোণিতের স্রোত বহিল শিরায়,
ভাতিল বিশাল নেত্র, উঠিয়া সত্বর
দাঁড়াইলা সভামাঝে অভিমন্যু বীর,
উজল হইল সভা রূপের ছটায়।
প্রজ্জ্বলিত দীপ হ'তে প্রদীপ জ্বালিলে
উভয় প্রদীপে যথা না হয় প্রভেদ,
তেমতি দেখিলা সবে বিস্ময় মানিয়া,
দ্বিতীয় অর্জ্জুন এক হ'ল উপনীত।




দূর-দেশে নিরাশ্রয় মানব কখন
পড়িলে বিপদে, যদি কোন মহাবল
আসিয়া সহায় হ'ন, তখন যেমন
সাহসে সবল হয় বিপন্ন মানব,
তেমতি অভির সেই বীরত্ব-ব্যঞ্জক
বীর মুখ নিরখিয়া পাণ্ডু-সেনাগণ,
বিজয় উল্লাসে মত্ত হইলা অমনি।
বহিল আশার স্রোত,-পুনঃ হ'ল সাধ
ঝাঁপ দিতে রণার্ণবে সবার হৃদয়ে,
উৎসাহ ভাসিত হ'ল বদন-মণ্ডল।

যোড় করি করদ্বয় সুগভীর স্বরে
সম্বোধিলা বীরবর যুধিষ্ঠির ভূপে ;—
"পূজ্যপাদ বিজ্ঞতম জ্যেষ্ঠতাত তুমি,
অজ্ঞতম দাস আমি জ্ঞান বুদ্ধি হীন
ধৃষ্টতা করহ ক্ষমা মিনতি আমার,
দাসের বক্তব্য যাহা করহ শ্রবণ;—
"নাহি কোন বীর আর পাণ্ডব শিবিরে"?

ভুবন-বিখ্যাত পাণ্ডুবংশ-রবি তুমি,
এ কথা কি শোভা পায় তোমার বদনে?
হায় তাত, বড় ব্যথা বাজিল মরমে।
ধুরন্ধর, ধনুর্দ্ধর, কত বিদ্যমান,
বীরত্বের রঙ্গভূমি পাণ্ডব শিবির,
চতুষ্টয়ানুজ তব ভুবন বিজয়ী,
আপনি কংসারি তব সাধেন মঙ্গল,
আত্মীয় বান্ধব তব সবে মহারথী,
নিজে তুমি যুধিষ্ঠির সদা ধর্ম্মে রত;
হ'ক সেই চক্রব্যূহ অজেয় জগতে,
অব্যর্থ কৌশল দ্রোণ করুন বিস্তার,
বীরেন্দ্র কেশরী এত যাঁহার সহায়,
'অসম্ভব' অসম্ভব হ'বে পক্ষে তাঁর।
আজ্ঞা কর তাত! দাসে যাইতে সমরে,
দেখিতে বড়ই সাধ আচার্য্য-কৌশল;
হেলায় ভেদিয়া ব্যূহ ওপদ প্রসাদে,
পাণ্ডব-বিজয়-ধ্বজা উড়া'ব নিশ্চয়।"

নীরবিলা বীরবর, প্রসারিয়া বাহু
দিলা আলিঙ্গন প্রেমে রাজা যুধিষ্ঠির,
গদ গদ স্বরে পুনঃ কহিতে লাগিলা ;—
"ধন্যরে বাছনি মোর ধন্য পাণ্ডুকুলে,
উজ্জল করিলি তুই ক্ষত্রিয় সমাজ ;
জানি তুই বীর বাপ, কিন্তু, এ পরাণ
না চাহে পাঠা'তে তোরে এ দুরন্ত রণে,
বংশের প্রদীপ তুই, অন্ধের নয়ন,
সুভদ্রার একমাত্র অঞ্চলের নিধি।"

"কেন ডর রাজা" উত্তরিলা অভি,
"সুভদ্রা জননী যার, জনক বিজয়,
ভব-ভার-হারী-হরি মাতুল যাহার,
সে কি কভু ভীত হয় এ ছার সমরে ?
দেহ আজ্ঞা, পশি'রণে আনি দিব বাঁধি,
কুরুকুলে আছে যত বড় বড় বীর।
মধ্যাহ্ন গগনে যদি যা'ন অস্ত রবি,
মন্দ সমীরণ যদি ভাঙ্গে হিম গিরি,

তথাপি রোধিতে কেহ নারিবে সমরে
ভুবন-বিজয়ী-বীর-অর্জ্জুন-নন্দনে ।
বড় সাধ মনে তাত দেখিতে সমরে,
কত বীর্য্য ধরে তব বৃদ্ধ গুরুবর ;
বড় সাধ মনে, পশি' সমর-প্রাঙ্গণে,
কুলাঙ্গার কুরুরাজ আর দুঃশাসনে
সমুচিত দণ্ড দানে করিতে নির্ব্বাণ
মাতা দ্রৌপদীর সেই হৃদয় অনল ।"

উত্তরিলা যুধিষ্ঠির সস্মিত বদনে ;—
বীরেন্দ্র নন্দন তুই বীর চূড়ামণি,
বীরাঙ্গনা গর্ভে বাপ লভিলি জনম,
কেন না করিবি তুই বংশ সমুজ্জ্বল ?
ক্ষত্রিয় কাতর নহে পাঠাইতে কভু
প্রাণাধিক বীরপুত্রে দুরন্ত সমরে ।
রহিবে ক্ষত্রিয় পিতা চির পুত্রহীন,
তবু নাহি চাহে কভু কাপুরুষ সুত ।
নাচে রে পরাণ অভি হেরি' তোমাধনে,

বংশের গৌরব তুই রাখিবি নিশ্চয়।
কিন্তু বাপ, আজি তব দুরাকাঙ্ক্ষা শুধু
ভেদিতে দ্রোণের ব্যূহ দুর্জ্জয় ভুবনে।”

আবার বিনীত স্বরে কহিলা আর্জ্জুনি ;—
“কেন কর ভয় রাজা, জানি আমি সব ;
কহিলেন পিতা যবে মাতার সদনে,
শুনে'ছি সে দিন আমি এ রণ-কৌশল,
এ ব্যূহ ভেদন-প্রথা শুনে'ছি সকল,
শুনি নাই শুধু আমি নির্গম উপায় ;
কিন্তু তাহে কিবা ভয় কে রোধিবে মোরে,
শূন্য করি, ব্যূহ যবে হইব বাহির !

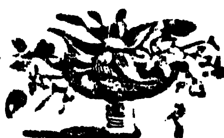
রণোৎসাহে মাতি তবে মধ্যম পাণ্ডব
সম্বোধিয়া নর নাথে ভীম ভীমসেন ;
“পাণ্ডু-কুল-রবি, দাদা, অভিমন্যু এই,
হ'ব আমি রণক্ষেত্রে উহার সহায়,
নিরাতঙ্কে কর আজ্ঞা যাইতে সমরে,

কৌরব গরব খর্ব্ব হ'বে এত দিনে ;
নিশ্চয় নিশ্চয় রাজা ভাবিও অন্তরে,
সপত্নী বিজয় লক্ষ্মী হ'বে উত্তরার।"

আনন্দাশ্রু নীরে ভাসি রাজা যুধিষ্ঠির
কহিতে লাগিলা তবে ভীমসেন প্রতি ;
"জানি আমি মহাবীর অর্জ্জুন কুমার,
হও ভ্রাতঃ তুমি আজ উহার সহায়,
আমিও যাইব রণে লয়ে সেনাদল
রক্ষিতে বাছারে আ'জ এ ঘোর সমরে।
যাও সবে অস্ত্রাগারে লইয়া অচিরে,
সাজাও উহারে সবে সেনাপতি সাজে,
শ্রীমধুসূদন নাম উচ্চারিয়া মুখে
হও অগ্রসর সবে সমর প্রাঙ্গণে।"

এতেক কহিয়া রাজা যুড়ি' দুই হাত
কহিতে লাগিলা তবে চাহি উর্দ্ধদিকে ;
"দয়াময় হরি, দয়া করি রে'খ পদে,

বিপদে করিও ত্রাণ বিপদ-ভঞ্জন!
স্নেহের পুতুল অভি যাইতেছে রণে,
বাছা মোর এক মাত্র কুলের প্রদীপ,
পাণ্ডবের শুধু প্রভো! তুমিই সহায়,
ভাগিনেয় তব যেন না পড়ে বিপদে।"
"জয় শ্রীমাধব জয়-জয় নারায়ণ"
ধ্বনিল সে সভাতলে মহারথি-গণ!





পাণ্ডব শিবির পাশে শোভে সরোবর,
শোভাময় পুষ্পোদ্যান রাজে তার কূলে,
গগনাবলম্বি-চূড়া শিবের মন্দির
শোভে তার মাঝে এক বিচিত্র গঠন।
প্রভাত কিরণে ফোটে চারু-পুষ্পরাজি—
জাতি, যুথী, বেল আদি গোলাপ মল্লিকা ;
পিক, কুহু রব গায় ; ভ্রমর ঝঙ্কারে ;
সুগন্ধ মাখিয়া দেহে খেলে মন্দ বায়ু,
সরসী জীবনে ফোটে পদ্মিনী রূপসী
সুমন্দ হিল্লোলে দোলে হেলিয়া দুলিয়া ;
ভানুর কিরণ পশি' সরসী সলিলে
কাঁপায় সরোজ-প্রাণ-সরসীর জল,

রঞ্জিয়া প্রিয়ার দেহ সুবর্ণ আভায়
করে খেলা প্রেমাবেশে পঙ্কজ-বান্ধব।

পুত্রের মঙ্গল হেতু পশিয়া মন্দিরে
করিছেন শিব পূজা সুভদ্রা জননী।
কুসুম উদ্যানে পশি' উত্তরা রূপসী
তুলিছে আপন মনে চারু পুষ্পরাজি।
কভু বা গাঁথিছে মালা, কভু বাঁধে তোড়া
কভু বালা ফুল সাজে সাজিছে আপনি।
খেলিছে প্রতিমা সহাস মুখে,
হেলিয়ে দুলিয়ে,
মাধুরী ছড়া'য়ে,
ধাইছে কখন আপন সুখে।

বহে ধীরি ধীরি মলয় বায়,
উড়িছে কুন্তল,
জিনি' মেঘ দল,
খেলিছে দামিনী-বরণ-কায়।

গুন্ গুন্ করি' গাইছে বালা,
ভাবে আপনার
আপনি বিভোর,
তুলিছে কুসুম ভরিয়ে থালা।

মুনি মনোহারি-নয়ন কোণে
সরল চাহনি
ভুবন মোহিনী,
কত হৃত কথা জাগায় প্রাণে।

ধরা যেন নহে কিছুই তার,
আপনার মনে
আপনার প্রাণে,
আত্মহারা হ'য়ে গাঁথিছে হার।

শোভিত উদ্যানে পুষ্পিত তরু,
রূপের ফোয়াড়া
যুবতী উত্তরা,

তাহার মাঝারে রাজিছে চারু।

সে ফোয়াড়া হ'তে লাবণ্য যেন,
আপনা আপনি
লুটায়ে মেদিনী,
দ্বিগুণ উজ্জ্বল করিছে বন।

প্রেমিক অনিল প্রেমের বশে,
ফুলের সুগন্ধে,
মনের আনন্দে,
যুবতী শরীর মাখায় রসে।

প্রভাতে রবির শীতল ছবি,
যেরূপ মাধুরী
যেন নিজে হেরি,
পশে না উদ্যানে প্রমাদ ভাবি'।

শেফালিকা তরু উপমা ছলে,

সুগন্ধ প্রসূন
ক'রে বরষণ
আপন সোহাগে পড়িছে ঢ'লে।

যুবতী-গমন নর্ত্তন গ'ণে
মৃদুল পবন
বেনুর কীর্ত্তন
কুঞ্জ বংশ রন্ধ্রে করিছে ক্ষণে।

আনন্দে মাতিয়া বিহগ গায়,
ষট্‌পদের তানে
পিক কুঁহু গানে
আনন্দে উদ্যান ভাসিয়া যায়।

কোথাও কুসুম লতিকা চয়,
জগনিরুপমা
হেরি সে প্রতিমা
ক্ষীণ কটি ধরি' বেষ্টিয়া রয়।

"উত্তরা" "উত্তরা" ডাক পশিল শ্রবণে,
চমকি' চাহিলা বালা চিনিলা সে স্বর,
ছুটিল তাড়িত বেগ শিরায় শিরায়,
ডমরু নাচায় যথা ফণধর দেহ।
ব্যাকুল অন্তরে বালা চাহিলা চৌদিকে,
কিন্তু না পূরিল সাধ না দেখিলা কা'রে।
'প্রিয়জন সম্ভাষণ প্রিয় জন কানে,
লে'গে থাকে যেন হায় দিবস রজনী.'
ভাবি' মনে এই কথা বিরাট নন্দিনী
পুনঃ আরম্ভিলা ফুল করিতে চয়ন।
কুহু কুহু পিকবর ডাকিল কাননে,
অনুকরি' সেই স্বর উদ্যান মাঝারে
কুহু কুহু উচ্চ রব ধ্বনিল তখন।
শিহরিল প্রাণ এবে, ফিরিলা উত্তরা,
আর না ঘুরিল নেত্র, টানিল চুম্বকে,
অর্দ্ধগাঁথা মালা করে রহিল পড়িয়া।
হাসিতে হাসিতে তবে বিরাট-নন্দিনী
কহিতে লাগিলা এবে প্রিয়তম প্রতি ;—




উ। একি বীর, কেন আ'জ পিক অবতার ?
অ। দেখি কেহ যদি পড়ে ফাঁদেতে আবার।
উ। ভয় নাই ঘটকিনী আছে উপস্থিত,
অ। বন খুজি' ঘটকালী না হয় উচিত।
উ। বীর চূড়ামণি হ'য়ে মনে এত ভয় ?
অ। ও নয়ন বাণে সবে মানে পরাজয়।
উ। আ'মরি আ'মরি রসিক বর,
উথলি' পড়িল রসের সর।
অ। লাগিবে লাগিবে লাগিবে গায়,
আয় ত্বরা ক'রে সরিয়ে আয়।

উ। আ ছিছি আ ছিছি মরি হে লাজে,
একেলা পাইয়ে কানন মাঝে,
নারী সনে হেন ব্যাভার কর'
সাবাসি সাবাসি সাবাসি বীর !

অ। আহা লো লাজুক রমণিমণি !
থেকো সাবধানে বলিগো ধনি,




লাগিলে বীরের আঁচড় গায়
হইবে সে দাগ উঠান দায়।

উ। বটে বটে বটে রসিক রাজ
আঁচড় দেওয়া বীরের কাজ?
বীরের বালাই লইয়ে মরি,
গাবে গুণ তব জগত-নারী।

অ। হ'য়েছে হ'য়েছে অনেক প্রিয়ে!
পুড়ো'না কথার ছলনা গেয়ে,
মানে হা'র অভি প'ড়ে বিপাকে
চিরদিন হা'র মেনেছি তোকে।

উ। বেশ বেশ বেশ বীরেন্দ্রমণি,—
কুরুক্ষেত্র রণে যাবেন ইনি!
ভাল বীর সাজ লও ত পরি,
দু'হাতে দু'গাছ সোনার চুড়ী।




অ। কি বলিস্ বল নির্লজ্জ ছুড়ী
হাতে দিয়ে দিবি সোণার চুড়ী ?
চুরিইত মোর হয়েছে কাল
ছেড়ে নাহি দিস্ চোরাই মাল।

উ। চুরি ক'রেছিলে নারীর মন
তাই চোর সহ চোরাই ধন
রেখেছি হৃদয় গারদে পূ'রে
মন্মথরাজার আদেশ ভরে।

সহাস্য আননে তবে অর্জ্জুন নন্দন
চুম্বি' বিম্বাধরে তবে কহিলা প্রিয়ায় ;—
"ক্ষমা দে ক্ষমা দে প্রিয়ে ক্ষমা দে এখন
চল যাই এবে মোরা জননী সকাশে,
যাব লো উত্তরে তোর সপত্নী আনিতে,
গগনে বাড়িল বেলা দেখ চেয়ে ওই।"
প্রবল আনন্দ স্রোত ফিরিল অমনি
উত্তরার ফুল্ল মুখ হইল মলিন ;




বহিল নয়নাসার, বুঝিলা সকল
প্রাণেশ বিজয়-লক্ষ্মী করেছে কামনা।
ধরি প্রিয়তম করে গদ গদ স্বরে
কহিতে লাগিলা তবে বিরাট নন্দিনী ;—
"বল নাথ দেখিবারে যে বদন চাঁদে
রহিত ব্যাকুল সদা এ চিত্ত-চকোর,
কেন সে বদন হে'রে কাঁদে আজ মন,
কেন মনে জাগে নানা অমঙ্গল কথা ?"

"সত্যই কি পাগলিনী হইলে উত্তরে ?"
মুছায়ে নয়ননীর কহিলা আর্জ্জুনি ,—
"ছিছি ছিছি একি তব খেদের সময় ?
হাসিবে ক্ষত্রিয় বালা এ কথা শুনিলে ;
বিভুর প্রসাদে আজ প্রাণ-পতি তব
অধিষ্ঠিত হইয়াছে সেনাপতি পদে,
মাধব মাতুল যার সর্ব্ব-ভয়-হারী,
পিতা যার বাহুবলে ভুবন বিজয়ী,
হ'য়ে তার নারী, ছিছি ডর ছার রণে,

সুভদ্রার পুত্রবধূ নহ কি উত্তরে?
রেখ মতি সদা প্রিয়ে বিভুর চরণে,
হরিবে সকল ভয় ভব-ভয়-হারী;
চল এবে যাই তবে যথা মা জননী
মোদের মঙ্গল তরে পূজিছেন শিবে।”
ধরি প্রিয়তমা করে চলিলা বীরেন্দ্র,
ফেলিয়া সুদীর্ঘ শ্বাস চলিলা উত্তরা।
না মানে প্রবোধ মন অবোধ এমন,
তথাপি রোধিলা সতী শোকের আবেগ।
শোকে পাছে অমঙ্গল ঘটে প্রাণেশের
এ ভয়েই শোকাগারে আটিলা অর্গল।

কতক্ষণে গেলা দোঁহে মন্দির প্রাঙ্গণে,
দেখিলা মুদিত নেত্রে সুভদ্রা জননী,
পূজিছেন ভোলানাথে ভুলিয়া সকল,
জ্বলিছে সুবর্ণ দীপ, ছুটিছে সুবাস;
মন্দিরের মাঝখানে শিবলিঙ্গ রাজে।
প্রবেশি মন্দিরে তবে পাণ্ডব দম্পতী

ভক্তি ভাবে প্রণমিলা শিবের চরণে,
আবার বন্দিলা দোঁহে মাতৃপদ-যুগ।

জপ সাঙ্গ করি' তবে কহিলা সুভদ্রা ;—
"ধর দোঁহে আশীর্ব্বাদ যুগ্ম বিল্বদল,
শিবময় শিব দোঁহে রাখুন মঙ্গলে ;
বৎস অভি, মাতা তব মঙ্গলের তরে
পূজে ভক্তিভরে আজ শিব আশুতোষে,
কি হেতু আইলা হেথা বল যাদুমণি
আছে কিবা প্রয়োজন শুনিতে বাসনা।"

উত্তরিলা উত্তরেশ—"সার্থক জননি
ভক্তি শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ শিব আরাধনা,
তাই শিশুমতি পুত্র তব আজ মাতঃ
অধিষ্ঠিত পাণ্ডবের সেনাপতি পদে ;
মাগো, ধর্ম্মরাজ আজ প্রভাত সময়ে
হইলা আকুল অতি শুনিয়া বারতা—
'রচেছেন চক্রব্যূহ দ্রোণ মহাবল

ভেদিতে যাহাকে বীর বিরল ধরায় ।
নেহারি সে ভাব মাতঃ হইনু কাতর;
সম্বোধি রাজায় তবে কহিলাম আমি,—
"যাইতে প্রস্তুত রণে কুমার তোমার,
আসিবে অক্ষত দেহে নাশিয়া অরাতি ।"
পুলকিত হ'লা রাজা শুনি কথা মম
আলিঙ্গন দিয়া কত করিলা আদর,
নানা বাক্যে লাগিলেন বুঝাইতে মোরে—
'অতি ভয়ঙ্কর ব্যূহ নর-কালান্তক ।'
কিন্তু পুত্রে তব মাতঃ না দেখি বিমুখ
আনন্দে বরিলা রাজা সেনাপতি পদে;
তাই এবে আসিয়াছি লইতে বিদায়,
পাণ্ডব বিজয়-ধ্বজা উড়াব সমরে ॥"

পুলকিত চিতে তবে কহিলা সুভদ্রা ;—
"বীর চূড়ামণি বাপ্ ধন্য তুই মোর,
ধন্যা আমি ভবে, ধরি তোমায় জঠরে,
পাণ্ডু বংশ সমুজ্জ্বল হ'ল তোমা হ'তে ।

'প্রাণপুত্র সেনাপতি' ইহা হ'তে আর
কি আছে আনন্দ-বার্ত্তা ক্ষত্রিয় মাতার ?
নাচেরে ধমনী সব, নাচেরে পরাণ
আয় কোলে ল'য়ে বাপ চুমি চাঁদমুখ ;
আবার আবার বাছা বল্‌রে আবার,
সত্যই কি মহারাজ দুঃখিনীর ধনে
বরেছেন পাণ্ডবের সেনাপতি পদে ?
ক্ষত্রিয় রমণী ভবে নাহি চাহে আন্‌,
চাহে শুধু দেখিবারে বীরেন্দ্র কুমার।
মায়ের পরাণ বাপ্‌ অতি স্নেহময়,
তাতে তুই একমাত্র তনয় রতন,
তাই বুঝি কাঁপে প্রাণ পাঠাইতে তোরে
দুর্জ্জয় অরাতি পূর্ণ এই মহাহবে।

"মাগো কেন কর ভয় ?" কহিলা কুমার—
"তোমার প্রসাদে মাতঃ তনয় তোমার
কুরু-বীরগণে ভাবে তৃণের সমান,
আসিব বিনাশি সবে অক্ষত শরীরে।"

"কৌরবেরা তৃণ সম বটে তব কাছে
জান না কি বাপ ধন" কহিলা সুভদ্রা ;—
"কুরুবীরগণ অতি ধর্ম্ম জ্ঞান হীন
পাপ পথে সদা তারা করে বিচরণ,
অন্যায় সমরে রত নিয়ত কেবল,
তাই কাঁপে প্রাণ বাপ্ ! নহে অন্য ভয়।
নহেরে বিমুখ কভু ক্ষত্রিয় জননী
পাঠা'তে সম্মুখ রণে প্রিয়তম সুতে।"

অবনমি' শির তবে কহিলা সুধন্বী ;—
"আশীর্ব্বাদ কর মাতঃ বিজয় নন্দন
অবশ্য বিজয় লাভ করিবে সমরে ;
কেন কর শঙ্কা মনে, কি ছার কৌরবে ?
সহস্র চাতুরীজাল পাতুক তাহারা,
মাধবের ভাগিনেয় নাহি ডরে তাহে।"

"ভুবন বিজয়ী বাপ্" উতরিলা ভদ্রা—
"জানি তুমি বাহু বলে বট সর্ব্বজয়ী ;"

যাও বৎস মনসাধ মিটাও সমরে,
ধর আশীর্ব্বাদ বাপ্ এই বিল্ব দল,
হউক সহায় তোর দেব ত্রিলোচন,
সকল বিপদে তোরে রক্ষিবেন তিনি।
যাও বৎস রণাঙ্গণে করি আশীর্ব্বাদ,
যুদ্ধক্ষেত্র হয় যেন মম বক্ষঃস্থল।
কেন মা উত্তরে তোর মলিন বদন,
এ নহে মা তোর কভু বিষাদের কথা,
হইয়া প্রসন্ন ডাক দুঃখহর হরে,
সর্ব্ববিঘ্ন বিদূরিত করিবেন তিনি।"

প্রণমিয়া অভিমন্যু শিবের চরণে,
বন্দিলা চরণপদ্ম নিজ জননীর;
চাহি উত্তরার পানে হইলা বিদায়।
মুছিতে নয়ননীর বিরাট বালার
অলক্ষিতে মুছি গেল সিন্দূরের ফোঁটা,
সুভদ্রার বক্ষঃস্থল হইল কম্পিত।



ষষ্ঠ সর্গ ।

বাজিল সমর ভেরী পাণ্ডব শিবিরে,
নাচিল সৈনিক হিয়া, কাঁপিল বসুধা ;
বাজিগণ হ্রেষারব করিল সঘনে,
'পাণ্ডবের জয়' রব ভেদিল অম্বর ।
চলিল পাণ্ডবসেনা কাতারে কাতারে,
সাজিয়া বীরেন্দ্র সাজে বিচিত্র স্যন্দনে
চলিলেন সেনাপতি অভিমন্যু বীর,
দেবসেনা ল'য়ে যথা ধায় ষড়ানন ।
রক্ষিতে কুমার আজ রুদ্র মূর্ত্তি ধরি,
চলেছেন ভীমসেন পশ্চাতে পশ্চাতে ;
নকুল স'দেব সহ নিজে ধর্ম্মরাজ
বাহিরিলা মহাতেজে রক্ষিতে অভিরে ।

ধাইল পাণ্ডবসেনা কাঁপায়ে মেদিনী
বায়ুকোণ ঝড় যেন, পৃথিবী নাশিতে।

দেখা দিল ক্রমে ক্রমে দ্রোণ-চক্রব্যূহ
কৃতান্ত-সদন যেন সর্ব্বসংহারক,
মহোল্লাসে রণ-ডঙ্কা পাণ্ডব সেনানী
বাজাইয়া কাঁপাইলা সমর-প্রাঙ্গণ।
মরণের ত্রাস এবে গেল চলি'দূরে,
নবীন উল্লাসে সবে হ'ল মাতোয়ারা;
আবার আবার সবে করিল হুঙ্কার
আবার আবার বাজে সমরের ভেরী।
শুনি'বিপক্ষের রব দ্বিগুণ উল্লাসে
করিল নিনাদ পুনঃ কুরু-সেনাদল।

কতক্ষণে অভিমন্যু হ'য়ে অগ্রসর
নিরখিলা জয়দ্রথে ব্যূহ-দ্বার মাঝে,
রুদ্রতেজে বীরবর রক্ষে ব্যূহ পথ
দুরন্ত-কৃতান্ত যেন নাশিতে মানবে।

ধীরে ধীরে অগ্রসরি' অর্জ্জুন-নন্দন,
সাপটিয়া খর অসি অরিন্দম করে
গভীর গর্জ্জনে তবে কহিতে লাগিলা ;—
"প্রবেশিবে বূ্যহ মাঝে পাণ্ডু সেনাপতি
সব্যসাচী পিতা যার, মাতুল কেশব,
বীরাঙ্গনা ভদ্রা যারে ধরিলা জঠরে।
না সহে বিলম্ব আর ছাড় শীঘ্র পথ,
অথবা যুদ্ধের সাধ যদি থাকে মনে
সমরের ইচ্ছা তব অবশ্য মিটা'ব।"

ভ্রুকুটি করিয়া তবে জয়দ্রথ বীর
সম্বোধিলা পার্থ-সুতে সস্মিত বদনে ;—
"অতি রূঢ় হইলেও বালকের বাণী
অমৃত বর্ষণ করে মানব শ্রবণে ;
কেন হেথা অভিমন্যু ? এ নহে তোমার
শৈশবের ক্রীড়াভূমি, কি দেখিবে বল ?
নাই হেথা তোমাদের খেলার জিনিষ,
অথবা খেলার সাথী নাই হেথা তব ;"

গরজি' বিষম রোষে, (মৃগেন্দ্র যেমতি)
নিষ্কোষিত অসি করে কহিলা কুমার ;—
"মূঢ় তুই, কি বুঝিবি নির্লজ্জ তস্কর,
ক্ষত্রিয় শিশুর লীলাস্থল রণাঙ্গণ,
ধনুর্ব্বাণ অসি গদা ক্রীড়ার জিনিষ।
বীরেন্দ্র কেশরী যত বটে সাথী তার।
'নাই হেথা তোমাদের খেলার জিনিষ'
এ কথা যথার্থ বটে ওরে দুরাচার,
তা না হ'লে কেন হ'বি রণে পরাঙ্মুখ,
বলিহারি বীরপণা বীর চূড়ামণি!
মরণের ভয় মনে ? কর পলায়ন
কাপুরুষ নাহি বধে ক্ষত্রিয়কুমার।"

শুনিয়া অভির কথা জ্বলিয়া মরমে
আরম্ভিলা বীরদাপে জয়দ্রথ পুন ;—
"এতই আস্পর্দ্ধা ওরে অবোধ বালক ?
নিশ্চয় বুঝিনু তোর শমন নিকট,
সমরের সাধ তোর অবশ্য মিটাব ;




ধরি শীঘ্র অসি করে হও অগ্রসর।"

এতেক কহিয়া বীর ধরিয়া কৃপাণ
হইলা প্রবৃত্ত তবে ভীষণ সংগ্রামে ;
কিন্তু হায়, ব্যর্থ যথা উত্তাল তরঙ্গ
ভাঙ্গিতে দুর্ভেদ্য গিরি, তেমতি সন্ধান
যত কিছু করিলেক বীর জয়দ্রথ,
সকল বিফল হ'ল অভির নিকটে।
বীর মদে মাতি' তবে অর্জ্জুন কুমার
প্রবেশিলা মহারবে চক্রব্যূহ মাঝে
(আনায় মাঝারে ব্যাঘ্র পশয়ে যেমতি)

হেথা ভীম ভীমসেন রক্ষিতে কুমারে
ব্যূহদ্বারে হইলেক আসি উপস্থিত,
মহারবে জয়দ্রথ রোধিলা সে পথ
বাঁধিল বিষম যুদ্ধ নর-কালান্তক।
গ্রহ দোষে হায় আজ ভীমের বিক্রম
নিষ্ফল হইল সব ; অস্থির হইয়া







বূ্যহের চৌদিকে বীর ফিরিতে লাগিলা,
যথা যেন পিঞ্জরেতে হেরি বদ্ধ সুতে
আকুল প্রাণেতে ঘোরে বিহঙ্গম পিতা
ভাঙ্গিয়া পিঞ্জর দ্বার উদ্ধারিতে তারে।
মহোল্লাসে জয়দ্রথ রক্ষে বূ্যহদ্বার
অজেয় আজি সে রণে শিবের প্রসাদে।

প্রবেশি বূ্যহের মাঝে অর্জ্জুন-কুমার
হেরিলা চৌদিকে কুরু-মহারথিগণে ;—
দুর্য্যোধন, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বথমা, কর্ণ,
কৃপাচার্য্য, দুঃশাসন, শকুনি, লক্ষ্মণ,
শল, সাল্য, ভূরিশ্রবা, ক্রাথ, সোমদত্ত,
বৃন্দারক, বৃষসেন, সুষেণ, প্রবাহু,
মূর্ত্তিমান্ শূরগণ বিরাজে চৌদিকে
আরো আরো কত বীর সংখ্যা করা ভার।
হেরিয়া অভিরে এবে কুরু-সেনাদল
বর্ম্ম চর্ম্ম গদাকরে ধাইলা সকলে,
যথা যবে ব্যাঘ্র শিশু পশে গ্রাম মাঝে,




ধায় গ্রামবাসিগণ বধিতে উহারে।
কিন্তু ওই স্মিতমুখে উত্তরা ভূষণ
হেলায় বিনাশি সবে করিলা হুঙ্কার;
এইরূপ কত শত বীরের পতন,
হইল সে রণস্থলে সংখ্যা নাহি তার;
মহাবনে দাব দাহ হইয়া যেমন
নাশি তরুরাজি সব করে ছারখার,
তেমতি এ বীর আজ চক্রব্যূহ মাঝে,
করিলেক ছিন্ন ভিন্ন কৌরব বাহিনী।
মুহূর্ত্তেকে ঘোর রোল উঠিল অম্বরে
ছুটাছুটী আরম্ভিল কুরুসেনাদল,
মুছিল সিন্দূর-বিন্দু কত অভাগীর,
হারাইলা কত মাতা নয়নের মণি।

তাড়াইয়া সেনাদল হ'য়ে অগ্রসর
(বেগবতী স্রোতস্বিনী যেন মহারবে
ভেদি গিরি বনস্থল হয় আগুসার)
হেরিলা সম্মুখে অভি দুঃশাসন বীরে।




হাসিয়া কুমার তারে কহিলা তখন ;—
"ভাল, সুপ্রভাত আজ তাই বীরবর
ঘটিল তোমার সহ হেথা সম্মিলন,
আপনি কি সেই প্রভু, যিনি সভামাঝে
করেছিল অপমান পাণ্ডুপুত্রগণে ?
অহো ! জ্বলে প্রাণ মন স্মরিলে সে কথা,
এখনো নিস্পন্দভাবে দাঁড়ায়ে বর্ব্বর ?
ভাল, নাই কিরে প্রাণে মরণের ত্রাস ?
ধর ধনুঃ, বাণ, অসি, নহিলে স্মরণ
করহ অন্তিমে যারে করিতে মনন।"

উত্তরিলা বীরদাপে তবে দুঃশাসন,
"অরে ক্ষুদ্রমতি শিশো, জানি আমি তোর
নিশ্চয় হয়েছে কাল নিকট আগত,
ন'লে কেন হয়ে ছার গোমায়ু অধম
কেশরী আবাসে দম্ভে করিবি প্রবেশ ?
হও অগ্রসর, আজ সমর বাসনা
মিটাইব তোর, রণে এ জনম তরে।"




এতেক কহিয়া বীর ধরিয়া নারাচ,
নিষঙ্গ হইতে দিগ্ধ জুড়িলা তাহায়।
দৃঢ় করে অভিমন্যু ধরিয়া সংগ্রাহ,
বিশাল কোদণ্ডে মৌর্ব্বি করি আরোপণ,
বিঁধিলা সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দুঃশাসন শিরে;
আহত হইয়া বীর করিল প্রয়াণ।

অমনি গরজি ঘোর কাল-পৃষ্ঠ করে
মহাবীর কর্ণ আসি আক্রমিলা পুনঃ।
টঙ্কারি শিঞ্জিনী কর্ণ হ'ল অগ্রসর
বাঁধিল ভীষণ রণ সর্ব্বসংহারক,
বীরদাপে বসুন্ধরা হইল কম্পিত।
অবহেলে সৌভদ্রেয় কর্ণ কর্ণমূলে
বিঁধিলা শাণিত শর, হইয়া কাতর
মনোদুঃখে রণস্থল ত্যজিলা রাধেয়।
কিন্তু হায়, ভয়ানক সেই রণস্থল,
এক না যাইতে অন্য হয় অগ্রসর ;—
বীর-নাদে হুঙ্কারিয়া তখন শকুনি

অর্জ্জুন-কুমার প্রতি হ'ল প্রধাবিত।
"রক্ষা নাই রক্ষা নাই" কহিলা শকুনি
কিছুতে নিস্তার আ'জ নাই দুরাশয়,
বহু দিন উপবাসী এই করপাল,
রক্ত পান করি তোর মিটাবে পিয়াস,
অব্যর্থ শরব্য এর, থাকিলে শকতি
রোধ কর গতি এর, নহিলে শঙ্কট।
প্রতিরোধি অসিঘাত আপন ফলকে
ভিন্দিপালে অভিমন্যু করিলা প্রহার,
আহত হইয়া বেগে অমনি শকুনি
ত্যজিয়া সে রণভূমি করিলা প্রয়াণ।

রক্তবীজ বধে যথা নিহত হইলে
একটি অসুর, অন্য জন্মিত আবার,
তেমতি অসংখ্য বীর-পরিপূর্ণ ব্যূহে
পরাজিত হ'লে এক অভিমন্যু সনে,
অমনি গরজি পুনঃ অন্য এক জন
করে আক্রমণ আসি দ্বিগুণ উল্লাসে।

এবার গর্জ্জিলা রণে প্রাজ্ঞ মহাবল
কৃপাচার্য্য নাম যাঁর ভুবনে বিদিত ;—
"বেড়েছে সাহস বড় ক্ষুদ্রমতি শিশো ?
দৈবযোগে কর্ণাদিকে করি পরাজয়
ভেবেছ কি বীরশূন্য হ'ল কুরুপুরী ?
প্রাণের বাসনা আ'জ ছাড় রে অবোধ ।
হিমালয়-শৃঙ্গ যদি যায় গুঁড়া হ'য়ে,
অহি যদি হত হয় ভেকের পীড়নে,
অস্ত যদি যায় রবি পূরব অম্বরে,
তথাপি কৃপের হাতে নাহি তোর ত্রাণ ।
ধর অসি, শরাসন, দ্রুঘন, নারাচ,
যাহা অভিরুচি, ল'য়ে হও অগ্রসর,
শমন সদনে তোর অবশ্য গমন
করিতে হইবে আ'জ অবোধ বালক ।

প্রাবৃট-জীমূত-মন্দ্র-সদৃশ নিনাদে
ধরিয়া কার্ম্মুক করে গর্জ্জিলা কুমার ;
"ছাড় কুবাসনা ওহে দুর্ব্বুদ্ধি ব্রাহ্মণ

অস্ত্র শস্ত্র যোদ্ধৃবেশ না সাজে তোমার।
ভুলিয়া স্বজাতি ধর্ম্ম পরধর্ম্মে যেই
করে বিচরণ, তার সম কেবা আর
আছে দুরাচার এই অবনী মাঝারে?
নিজ হিত আশা যদি কর মূঢ় দ্বিজ,
কর পলায়ন, নৈলে কিছুতে নিস্তার
নাহি আ'জ মোর হাতে, জানিও নিশ্চয়।
দু'টা আস্পর্দ্ধার কথা বলিয়ে কি ভাব
ভীত হবে সমরেতে অর্জ্জুন-নন্দন?
আবার আবার বলি, কর পলায়ন,
ক্ষত্রিয় না করে হিংসা, ব্রাহ্মণের প্রতি।"

বজ্রনাদে কৃপাচার্য্য উত্তরিলা পুনঃ,—
"বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে,
একান্তই আজ তোর ঘটিবে মরণ,
ধরি অস্ত্র আত্মরক্ষা কর দুরাশয়,
বৃথা বাক্য আড়ম্বরে নাহি প্রয়োজন
শিয়রে বসিল তোর কৃতান্ত করাল।

টঙ্কারি কার্ম্মুক তবে গভীর নিনাদে
আক্রমিলা কৃপাচার্য্য অভিমন্যু শূরে,
ছুটিল আশুগকুল, ছাইল অম্বর,
ধূলিরাশি সমাচ্ছন্ন করিল চৌদিকে।
ধন্য বীর পার্থ সুত! মুহূর্ত্তেক মাঝে
পরাজিত হয়ে কৃপা করিলা প্রয়াণ।

কুমার লক্ষ্মণ তবে লইয়া কার্ম্মুক
রণাঙ্গণে পদার্পণ করিলা তখন।
বীর চূড়ামণি অভি কহিলা তাহারে;—
"দুরাশা কেনরে ভাই, যাও ফিরি ঘরে
শিশু তুই তোর সহ কি বিবাদ মোর?
ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্র জান না কি ভাই?"

অহিশিশু গাত্র স্পর্শ করিলে যেমন
রোষাগ্নি তাহার হয় দ্বিগুণ জ্বলিত,
দুর্য্যোধনাত্মজ তথা দ্বিগুণ নিনাদে
সম্বোধিয়া ভদ্রাসুতে কহিতে লাগিলা;—

"ছাড়িয়া বাক্যের ছটা বল স্পষ্টকরি"
কুণ্ঠিত হইয়া থাক যদি যুদ্ধ দিতে,
নিরস্ত্রকে আক্রমণ নহে ক্ষাত্রধর্ম্ম
যুঝিতে বাসনা যদি লও অস্ত্র করে ;"

শাণিত কৃপাণ তবে ধরি' অভিমন্যু
ধাইলা লক্ষ্মণ-পানে অতি দ্রুতগতি,
চক্ষের নিমিষে হায় কুমার লক্ষ্মণ
চির সুষুপ্তির ক্রোড়ে লভিলা বিশ্রাম,
হাহাকার রব এবে উঠিল অম্বরে
শোকেতে কাতর হ'ল কৌরব-বাহিনী।

জ্ঞানহারা হ'য়ে শোকে রাজা দুর্য্যোধন
ধাইলা কোদণ্ড নিয়ে অভিমন্যু প্রতি ;
হেরিয়া তাহারে অভি দ্বিগুণ উল্লাসে
কহিতে লাগিলা তবে ;—"মনের বাসনা
বিধি বুঝি এত দিনে পূরাইল মোর ;
ক্ষত্রিয় কুলের গ্লানি আয় নরাধম,

যদি নাহি রণ হ'তে কর পলায়ন
জীবনের রণসাধ মিটাইব আ'জ ।
পড়ে কি বর্ব্বর মনে ? পাণ্ডুপুত্র গণে
করে'ছিলি অপমান রাজসভা মাঝে,
প্রতিশোধ প্রতিশোধ অবশ্য তাহার
পাইবি পাইবি মূঢ় পাইবি নিশ্চয় ।
যে শয্যায় পুত্র তোর ক'রেছে শয়ন
সে শয্যাই তোর তরে হয়েছে রচিত ;
স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল আসে যদি সব
রক্ষিতে আহবে তোরে, তথাপি কখন
না পা'বি নিস্তার আ'জ জানিস্ নিশ্চয়
যদি নাহি পৃষ্ঠভঙ্গ দিস্ রণ হ'তে ।"

এতেক কহিয়া অভি লইয়া নারাচ
ইষুধি হইতে বাণ জুড়িলা তাহায় ;
এক হস্তে লয়ে ঘন অন্য হস্তে ফল
আক্রমিলা দুর্য্যোধনে আসুরিক তেজে,
চক্ষের নিমিষে হায় উত্তরা-ভূষণ

বিক্ষত করিলা দেহ কৌরব রাজার,
একে শোকাতুর, তাহে খর-শরাঘাত,
সহিতে না পারি' রাজা করিলা পয়াণ।

কৌরব-ঈশ্বরে হেরি বিপদে মগন
ধাইলা রক্ষিতে তারে দ্রোণের তনয়—
ভুবন বিজয়ী যিনি নিজ ভুজবলে;
আক্রমিলা অশ্বত্থামা ভীষণ বিক্রমে।
'আয় আয়' বলি গর্জ্জি' অর্জ্জুন কুমার
সে ভীষণ গতিরোধ করিলা তখন;
বাধিল তুমুল রণ, কাঁপিল মেদিনী,
অস্থিরা বিজয়লক্ষ্মী না পায় আশ্রয়;
অকস্মাৎ শরাঘাতে দ্রোণের নন্দন
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে হইলা পতিত।

এতক্ষণে শোকে জ্ঞানহারা হ'য়ে হায়
বিশাল কার্ম্মুক করে ল'য়ে দ্রোণাচার্য্য
ধাইলা সে রণাঙ্গণে শোকান্ধ হইয়া;

সে ভীষণ মূর্ত্তি হেরি' অরি সৈন্যগণ
গণিলা প্রমাদ মনে, হইলা ব্যাকুল ;
মৃদুমন্দ স্বরে তবে কহিলা কুমার ;—
"হায় দেব বল শুনি, কেমনে যুঝিব
আমি তব সনে রণে, হ'য়ে শিষ্য-পুত্র ?
একেত ব্রাহ্মণ তুমি তাহে পিতৃগুরু
কেমনে ধরিব অসি বল তা আমায় ?"

গর্জ্জিয়া অমনি দ্রোণ কহিলা অচিরে
"ওরে মূঢ় ভেবেছ কি পাইবি নিস্তার
বালক-সুলভ-মধুমাখা-কথা ক'য়ে ?
মরণের ত্রাস বুঝি জাগিয়াছে মনে।
জানিস্ জানিস্ স্থির, কিছুতে নিস্তার
নাহি তোর আ'জ, এই দ্রোণের করেতে ;
দৈব যোগে কৃপকর্ণে পরাস্ত করিয়া
বীর চূড়ামণি বলি ভাবিস্ নিজেরে ?
জানি আমি তুই মোর প্রিয়শিষ্যসুত,
কিন্তু যে দারুণ ব্যথা না জানি কি পাপে

পাইয়াছে আজ মোর প্রাণাধিক সুত,
সে জ্বালার প্রশমন অবশ্য করিব,
ধর অসি ধনুর্ব্বাণ যাহা ইচ্ছা হয়,
মরণ নিশ্চয় তোর জানিস্ পামর।"

রোষিয়া অর্জ্জুনসুত নিলা অসি করে,
আহ্বানিয়া দ্রোণাচার্য্যে কহিতে লাগিলা ;—
"ভাল শিক্ষা পিতৃগুরো ! হয়েছে তোমার
সংসর্গের ফল ইহা নহে কিছু আন !
ভাল, ধর অসি ধনুঃ হও অগ্রসর,
কাতর সম্মুখ রণে নহে পার্থ-সুত।
অর্জ্জুননন্দন বটে শিশু অল্পমতি,
কিন্তু ফণধরশিশু নহে কভু ভীত
দংশিতে আপন অরি পাইলে নিকটে ;
সমরের সাধ তব অবশ্য পূরা'ব
মনেতে জানিও স্থির আজি এই রণে
পিতাপুত্রে এক তল্পে করাব শয়ন।
বহুদিন সাধ যদি পূরাইল বিধি,

অনর্থক বাক্যযুদ্ধে নাহি প্রয়োজন,
হও অগ্রসর রণে, স্মর ইষ্টদেবে ;
স্বর্গমর্ত্ত্য রসাতল একত্র হইয়া
আসে যদি আজ এই সমরপ্রাঙ্গণে,
তথাপি তোমার কভু নাহিক নিস্তার ;
ভেবেছ কি শুধু দুট বাক্য আড়ম্বরে
হইবে পশ্চাৎগামী অর্জ্জুন-নন্দন ?
এ দুরাশা যদি মনে হয়ে থাকে তব
বার্দ্ধক্যের ফল ইহা, নহে কিছু আন
আর না আর না আর না সহে বিলম্ব,
ধরি অসি আত্মরক্ষা করহ এখন।"

রোষাবেশে লয়ে অসি অভিমন্যু বীর
ধাইলা দ্রোণের পানে, কাঁপিল ধরণী,
উভয়ে তুমুল রণে হ'ল আত্মহারা
হুঙ্কারে স্তম্ভিত যেন হইল বসুধা।
'আজি বুঝি পৃথিবীর প্রলয়ের দিন'
সেনাদল মনে মনে গণিলা এ কথা।

রোধিল দর্শন পথ, রোধিল শ্রবণ,
মন্দ্রে মন্দ্রে কেন্দ্রে কেন্দ্রে অম্বরে পাতালে
সে হুঙ্কার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল ;
ভয়াকুল পাখীকুল উড়িল আকাশে,
কি হয় কি হয় আজ সবে মনে গণে।
'ধন্য বীর অভিমন্যু ধন্য বীরপনা,
পাণ্ডব কুলের গর্ব্ব রহিল অটুট।
"যতোধর্ম্মস্ততোজয়" এই মহারোলে
অকস্মাৎ রণভূমি হইল ধ্বনিত।
অসহ্য আশুগকুলে ব্যাকুল হইয়া
রণস্থল ত্যজি দ্রোণ করিলা গমন।

হেথা কুরুবীরগণ শিবির মাঝারে
বসিয়া ভাবিছে আজ কি হ'বে উপায়।
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ভয়ে দ্রোণ মহাবীর,
মলিন বদনে ব'সে ভাবিছেন কত।
হেন কালে দুর্য্যোধন প্রবেশি' তথায়
পড়ি গুরু-পদ-তলে কহিলা কাতরে ;—



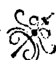

"রক্ষা কর গুরুদেব কি হবে উপায়
বিষম অনল আজ হ'ল প্রজ্জ্বলিত ;
নাহি দেখি পথ নাহি দেখি কিছু আর,
ধন, মান, জন, সব যায় রসাতলে,
ভাঙ্গে বুঝি এত দিনে প্রতিজ্ঞা আমার।"

সম্বোধিয়া দুর্য্যোধনে কহিলা শকুনি ;—
"ত্যজ শঙ্কা দুর্য্যোধন কেন কর ভয়
উপযুক্ত যুক্তি যেবা কহিব তোমারে,
বড়ই প্রবল শত্রু এই অভিমন্যু,
সপ্তরথী একত্রিয়ে চল রণাঙ্গণে,
নিরস্ত্র করিয়া প্রাণে মারিব উহারে,
শত্রুবধে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহিক বিচার।"

রোষভরে দ্রোণাচার্য্য কহিলা তখন
"যায় যাক প্রাণ, জন, যাক্ পুত্র মিত্র,
তথাপি বর্ব্বর প্রথা আচরি সমরে
কলঙ্কের ডালি স্কন্ধে না লইব কভু ;







প্রিয়তম শিষ্য মোর পার্থ মহারথ,
হায় কোন্ প্রাণে আজ অন্যায় সমরে,
বধিয়া কুমারে তার লব পাপ ভার ?
ধিক্ কুরু-বীরবৃন্দে ধিক্ শতবার !

শুনিয়া দ্রোণের বাণী এ বিপত্তি কালে
ক্রোধভরে উতরিলা বীর দুঃশাসন ;—
"চিরদিন এক কথা শুনি তব মুখে
প্রিয়তম শিষ্য তব অর্জ্জুন কেবল,
আমরা যে আছি শুধু চিনির বলদ ;
অশ্রাব্য বচন আর না চাই শুনিতে।
ঘরের ঢেঁকীই তুমি নক্ররূপ ধরি
মজালে কৌরবপুরী মজালে সকল।
যাঁর অন্নে চিরকাল হতেছ পালিত
তাঁহার মঙ্গল তুমি করহ এরূপ !
যাও তুমি যথা তব শিষ্য প্রিয়তম
আমরাই আজি রণে রক্ষিব রাজায়
গুরু তুমি, আর কিবা কহিব তোমারে।




চল সবে অগ্রসর হই রণাঙ্গণে,
না ল'য়ে কলঙ্কভার অন্যায় সমরে
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের পাপ লও গে মাথায়।"

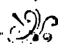
কহিলা গরজি দ্রোণ পুনঃ সকলেরে,
"চণ্ডালের সহবাস করে যেই জন,
আচরণ শিখে সেই চণ্ডালের মত;
ঠেকেছি প্রতিজ্ঞাপাশে যাইব কোথায়?
ক্ষুদ্রবুদ্ধি দুঃশাসন, কি বুঝিবি তুই;
দ্রোণ-চিতে রণ ভয়? অসম্ভব কথা,
দাঁড়াও বীরেন্দ্রগণ, দাঁড়াও সকলে,
যায় যাক্ থাকে থাক্ জীবন মোদের
করিব করিব বধ অর্জ্জুন-কুমারে,
নারিবে রক্ষিতে কেহ এই ধরাতলে।"

রোষে মনোদুঃখে তবে দ্রোণ মহাবীর
ধরি ধনুর্ব্বাণ পুনঃ চলিলা সমরে,
কুরুবীরগণ তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে




দ্বিগুণ হুঙ্কার করি হ'ল প্রধাবিত।
আনায় মাঝারে ব্যাঘ্র পড়িলে যেমন
বিনাশিতে তারে ঘেরে মানব সকল,
সেইরূপ সপ্তরথী ঘেরিল অচিরে।
বিস্ময় মানিয়া বীর কহিলা তখন,
"নিয়ত অধর্ম্ম পথে যাহাদের গতি
তাদের অকার্য্য কিছু নাই অবনীতে,
কিন্তু না ভাবিস্ মনে দুরাচারগণ,
সপ্তরথী কেন তোরা শতরথী হ'লে
না ডরে সমরে কভু অর্জ্জুন-নন্দন;
ডাক্ আর কে কে আছে তোদের শিবিরে,
এক বারে রণ-সাধ মিটা'ব সবার
অগ্র পশ্চাতের খেদ কা'র নাহি রবে।

উত্তরিলা সমস্বরে পুনঃ দুঃশাসন;—
"ওরে কুলাঙ্গার তোর উপদেশ বাণী
শুনিতে আসিনি মোরা সমর প্রাঙ্গণে,
শত্রুবধে ধর্ম্মাধর্ম্ম কে মানে কখন?




পতঙ্গের মত হয়ে জ্বলন্ত অনলে
দিয়াছিস্ ঝাঁপ যবে, জানিস্ তখন,
কিছুতেই পরিত্রাণ নাহি পাবি আর,
যেরূপেই হয় তোরে বধিব নিশ্চয়।"

"বধ বধ" শব্দ করি' তবে সপ্তরথী
ঘেরিয়া অচিরে সবে আরম্ভিলা রণ ;
লেখনি! দ্বিখণ্ড হও, কি লিখিবে ছাই,
কুরুক্ষেত্র, 'ধর্ম্মক্ষেত্র' নাম তব আজ
হইল সার্থক! তুমি যাও রসাতলে ;
কবিতে! তুমিও কেন কর না গমন,
কলুষিত করিও না দেহখানি আর
গাইয়া এ পাপ গাথা মানব সমাজে।
হায় কি ভীষণ দৃশ্য হের একবার,
জগতে অতুল যাঁরা বীরত্ব প্রভাবে,
তাঁহাদের বীর ধর্ম্ম করহ লোকন,
ঘৃণায় পূরিবে মন ; হের পুনর্ব্বার,
ষোড়শ বর্ষীয় ওই পাণ্ডব বালকে




ঘেরিয়া বীরেন্দ্র দল বরষিছে শর ;
নেত্র ! তুমি অন্ধ হও, কি দেখিবে আর ?
জানি না কি পাপে ধরা সহে এই ভার।
হায় হায় হের ওই কর্ণ যাঁর নাম
শরাঘাতে অস্ত্রহীন করিল অভিরে !
কর্ণ ! কর্ণ ! কি করিলে ? এতই কঠিন
হৃদয় তোমার ? হায় ! হ'ল না কি প্রাণে
দয়ার সঞ্চার, হেরি নবনীত দেহ ?
ধিক্ তোমা সবে ধিক্ ধিক্ শত বার !

রোষে দুঃখে সম্বোধিয়া সপ্তরথী প্রতি
কহিতে লাগিলা তবে অভিমন্যু বীর ;—
"আরে রে পাপিষ্ঠগণ ক্ষত্র-কুল-গ্লানি,
কিসে মুখ দেখাইবি ক্ষত্রিয় সমাজে ?
হাসিবে রমণীগণ শুনিলে এ কথা ;
মাধব মাতুল যাঁর, সেই ধনুর্দ্ধর
মরণের ত্রাস নাহি করে ক্ষণকাল ;
(কিন্তু নিরস্ত্র যে আমি এই খেদ মনে)।

"ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে' ঢালিলি কলঙ্ক,
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম সব দিলি জলাঞ্জলি;
ছিছি রণে ঘৃণা হয় তোদের সহিত !
তবু না ভাবিস্ মনে পাইবি নিস্তার ;
যতক্ষণ রক্তস্রোত বহিবে শিরায়
ততক্ষণ প্রতিফল পাইবি নিশ্চয়।"

এতেক কহিয়া বীর যা কিছু নিকটে
পাইলা, ধরিয়া তাহা করিলা নিক্ষেপ,
হায় ফুরাইল সব, না দেখি' উপায়
ভগ্নচক্র স্যন্দনের করিলা ক্ষেপণ।
হইল দুন্দুভি-ধ্বনি গগন মণ্ডলে
কুসুম-বর্ষণ হ'ল অভির মস্তকে।
আর নাই, জ্ঞান নাই বুদ্ধি শক্তি বল,
(কত আর সবে বল ও কোমল দেহে)
উন্মাদের মত বীর যুঝিতে লাগিলা,
অস্থির হইল দাপে কুরু সপ্তরথী,
কি হয় কি হয় মনে করে শঙ্কা সবে।

আর না, আর না, এবে হয়েছে অধিক ;
কবিতে ! রাখ গো কথা ক্ষান্ত দাও গান্ ;
এখনও কুরুকুলে অশনি-সম্পাত
হ'ল না হ'ল না কেন ? পাপ সপ্তরথী
এখনও দাঁড়াইয়া আছে 'ধর্ম্মক্ষেত্রে' ?
অহো কি পাষাণ হিয়া, অহো কি পরাণ !
এরাই বীরেন্দ্র নামে পূজিত জগতে ?
গেল সব গেল সব, সব ফুরাইল।
হায় হায় হের ওই দুঃশাসন-সুত
গদা হাতে রহিয়াছে অভির পশ্চাতে,
করিল করিল বুঝি প্রহার এবার,
উত্তরার সর্ব্বনাশ হ'ল সংঘটন,
কেড়ে নিল সুভদ্রার বক্ষের মাণিক !
মূর্চ্ছিত হইয়া বলী পড়িলা ভূতলে,—
তিতিল রক্তিম গণ্ড নয়ন আসারে
জাগিল হৃদয়ে যেন কার মুখ খানি,
ছুটিল রুধির ধারা প্রবল হইয়া।

পিতৃ মাতৃ মাতুলের চরণ স্মরিয়া,
চির সুষুপ্তির অঙ্কে (অভি) লভিলা বিশ্রাম ।





চির অস্তাচলে গেলে পাণ্ডু-কুল-রবি,
ভগবান্ সূর্য্যদেব গেলা অস্তাচলে।
নিবিল সমরানল কুরুক্ষেত্র-ধামে,
নিবিল তপন-তাপ নশ্বর ধরায়।
আইল যামিনী তবে অবনী মাঝারে;
শোকার্ণবে মগ্ন হ'ল পাণ্ডব শিবির;
ভূমে অচেতন পড়ে রাজা যুধিষ্ঠির,
নকুল, স'দেব, ভীম, আর যোদ্ধাগণ,
তুমুল সংগ্রামে, শোকে, অবসন্ন হ'য়ে
বসেছে ঘেরিয়া সবে পাণ্ডব-ঈশ্বরে।
হেন কালে কৃষ্ণসহ বীর ধনঞ্জয়
প্রবেশিলা শিবিরেতে; অমনি তখন

শোকের বিষম রোলে রোধিল শ্রবণ ;
মহা প্রাজ্ঞ কৃষ্ণ-সখা বুঝিলা সকল ।
মহা রণে যিনি সদা অচল অটল,
খরতর অস্ত্রাঘাতে না হ'ল কাতর,
হায় আজ হেন বীর অস্থির হইয়া
বসিলা ভূতলে, নেত্রে বহিল আসার ।

কতক্ষণে স্থির হ'য়ে কহিলা অর্জ্জুন,
সম্বোধিয়া স্বীয়াগ্রজ ভীম ভীমসেনে—
"কহ দাদা কহ যাহা ঘটিল সমরে,
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ শুনিতে সে কথা,
বীরপুত্র যদি মরে সম্মুখ সমরে,
বীর পিতা তাহে কভু না হয় কাতর ।"

বিষাদে সুদীর্ঘ শ্বাস ছাড়ি' ভীমসেন
কহিলা কাতরে তবে অর্জ্জুনের প্রতি ;—
"কি কব ভাই রে পার্থ ! না সরে বচন,
হৃদয়ের তন্ত্রী সব গিয়াছে ছিঁড়িয়া,

জীবনে মরিয়া আছি অভির বিহনে,
অভাগাই বটে তার নিধন-কারণ;
সহায় হইয়া তার গিয়াছিনু রণে,
কিন্তু হায় ব্যূহ মাঝে নারিনু যাইতে!"

এতেক কহিয়া ভীম আদ্যোপান্ত সব,
বিবরিয়া কহিলেক অর্জ্জুন-সদনে,—
কুমারের ব্যূহভেদে বিষম শপথ,
অত্যাশ্চার্য্য বীরপণা ব্যূহভেদ কালে,
দুর্জ্জয় সমর তার ব্যূহের মাঝারে,
কুরু-বীর-সিংহদের রণে পরাজয়,
সপ্তরথী সহ তার দুর্দ্ধর্ষ সমর,
অবশেষে কৌরবের অন্যায়াক্রমণ।
বর্ণিয়া সকল কথা ক্ষান্ত হ'ল ভীম,
দর্ দর্ নেত্রনীর ঝরিল পার্থের।

কহিলা আবার তবে সুভদ্রা-ভূষণ;—
"অহো ধন্য অভিমন্যু বংশের তিলক,

এ বীরত্ব গাথা শুনি নাচে মোর প্রাণ,
ধন্য আমি এই ভবে জনক তাহার।
হেন বীরকুলমণি অন্যায় সমরে,
ত্যজিল পরাণ শুধু এই দুঃখ মনে।”

তবে যুধিষ্ঠিরে হেরি শোকে অচেতন,
সম্বোধিয়া বাসুদেব কহিলা তাঁহারে ;—
“ত্যজ শোক ধর্ম্মরাজ, কি ফল ইহায় ?
অজ্ঞ জন নহ তুমি কি কব তোমারে ?
সম্মুখ সমরে পড়ি বীর অভিমন্যু
গেলা চলি স্বর্গধামে কীর্ত্তি-রথে চড়ি।
যত দিন রবি শশী থাকিবে ধরায়,
ততদিন জীবগণ গাবে তার গাথা।
বংশ সমুজ্জল করি বীরেন্দ্র কুমার,
গিয়াছে অমর ধামে ত্যজি মর ধাম,
এ নহে তোমার রাজা বিষাদের কথা,
তবে কেন বৃথা শোকে আছ নিমগন ?

কহিলা কাতরে তবে রাজা যুধিষ্ঠির ;—
দেব বাসুদেব, আর কি কব তোমারে,
না সরে বচন হায় আমিই কেবল
প্রিয়তম কুমারের বিনাশ-কারণ।

"বিজ্ঞতম ধর্ম্মরাজ," কহিলা কেশব,—
'কাপুরুষ জন হয় শোকেতে ব্যাকুল ;
তোমারে বুঝাতে শক্তি নাহিক আমার,
জান ত সকল রাজা, এ মহীমণ্ডলে
কে করে বিনষ্ট কারে? আত্মা অনশ্বর।
জীর্ণ বাস তেয়াগিয়া নরগণ যথা
নবীন বসন পুনঃ করে পরিধান,
তথা আত্মা এক দেহ করি পরিত্যাগ,
অপর দেহকে পুনঃ করয়ে আশ্রয়।
কর্ম্ম অনুযায়ী ক্রিয়া এই ধরাতলে,
কর্ম্মভোগ শেষ হ'লে দেহের বিনাশ।
তবে কেন মহারাজ অকারণ তুমি,
অনর্থক শোক-নীরে আছ নিমগন?

পাদপ-আশ্রয়ে থাকে যথা লতাবলী,
তথা পাণ্ডু পুত্রগণ তব পদানত,
তোমাকে দেখিলে তারা শোকে অচেতন,
কেন না শোকের রোল উঠিবে শিবিরে ?
হাসিবে বিপক্ষ তব, বাড়িবে সাহস,
ত্যজ বৃথা পরিতাপ, ধরহ ধৈরয।"

নীরবিলা বাসুদেব ; পাইয়া প্রবোধ
কহিতে লাগিলা খেদে পাণ্ডবেশ পুনঃ ;—
"কৃষ্ণ হে পাণ্ডবসখা ! মহাশোকে যদি
কেহ হয় জর্জ্জরিত, তবুও তোমার
পীযূষপূরিত কথা পশিলে শ্রবণে,
যুড়ায় তাপিত প্রাণ, ভুলে যায় সব।
সুঠাম বঙ্কিম বেশ হেরিলে তোমার,
ভুলে যায় শোক তাপ জগতের প্রাণী।
তবে কেন আমি আর না পাব প্রবোধ ?
জানি সব, বুঝি সব, তবু যেন ভাই
প্রাণের ভিতর দিয়া কে দেয় জ্বালিয়া

দারুণ শোকের বহ্নি জীবন নাশিতে।
মনে হলে সেই কথা এখনো পরাণ
দহে যেন দাবদাহে, ফেটে যায় বুক।
অহো! জালে বদ্ধ করি কিরাতি যেমন
নাশয়ে মৃগেন্দ্র শিশু, তেমতি আমার
প্রাণাধিক সুতে আজ অন্যায় সমরে
বধিল কৌরবগণ অসহায় করি;
কেড়ে নিল পাপিগণ অস্ত্রশস্ত্র যত,
হায়! পুত্র দস্যু-করে ত্যজিল পরাণ।
প্রবেশিতে ব্যূহ মাঝে বার বার মোরা
করিনু বিফল যত্ন; হায়! অন্ত কালে
নারিনু বাছার মুখ করিতে লোকন,
নারিনু সে শুষ্ক কণ্ঠে জলবিন্দু দিতে!"

এতেক কহিয়া রাজা কাঁদিলা নীরবে,
আবার কহিলা তবে সুভদ্রা-ঈশ্বর;—
"সহে না সহে না জ্বালা সহে না পরাণে,
কহ দাদা যম কারে করিল স্মরণ?

এ হেন আস্পর্দ্ধা কার কৌরব পুরীতে,
জানিয়া অনলে কেবা করিল প্রবেশ,
যেই পাপ সাধি বাদ মারিল পুত্রেরে,
অহো! পিতা হ'য়ে আমি এখনো করিনি
উপযুক্ত দণ্ড তার? ধিক্ মোরে ধিক্!
হাসিবে ক্ষত্রিয়গণ শুনিলে এ কথা।
কহ দাদা কে রোধিল তব গম্য পথ,
উপযুক্ত শাস্তি আমি প্রদানিব তারে।"

উত্তরিলা ভীমসেন অতি মৃদুস্বরে ;—
"আর কি কহিব ভাই, কি শুনিবে আর,
বীরদাপে যবে অভি প্রবেশিল ব্যূহে,
রক্ষিতে পশ্চাতে মোরা ধাইনু সকলে,
কিন্তু পাপ জয়দ্রথ ঘটাইয়া বাদ,
শঙ্করের বরে পথ রোধিল সবার।"

রোষে ক্ষোভে সিংহনাদে গর্জ্জিলা কীরিটী ;
'বটে বটে সে পাপাত্মা রোধিল দুয়ার?

অসহ্য অসহ্য জ্বালা সহে না পরাণে,
হায় পুত্র অভিমন্যু নিরাশ্রয় হ'য়ে
অন্যায় সমরে তুমি ত্যজিলে জীবন ?
আর না আর না আমি সয়েছি অনেক।
শোন কৃষ্ণ, শোন দাদা, শোন বীরগণ,
অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করে সবার সমক্ষে,
সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কল্য বধিব বধিব
নীচাশয় জয়দ্রথে সমর প্রাঙ্গণে ;
হিমালয় শৃঙ্গ যদি যায় চূর্ণ হ'য়ে,
শূন্য তোয় হয় যদি সপ্তবারিনিধি,
দেবাসুর, যক্ষ আদি কিন্নর সকল,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, একত্র হইলে
অর্জ্জুন-প্রতিজ্ঞা কভু হবে না বিফল;
বাসুদেব, ধর্ম্মরাজ না দিলে আশ্রয়।
গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা ভ্রূণহত্যা আদি,
যত কিছু আছে পাপ অবনী মাঝারে,
সব যেন মোর হয় লঙ্ঘিলে শপথ ;
একান্ত প্রতিজ্ঞা যদি না পারি রক্ষিতে,

পশিয়া জ্বলন্তানলে সবার সমক্ষে,
ত্যজিব এ ছার প্রাণ অবলীলাক্রমে।"

কাঁপিল শিবির সব, কাঁপিল বসুধা
শুনি, অর্জ্জুনের এই প্রতিজ্ঞা ভীষণ।





আইল যামিনী তবে পাণ্ডব-শিবিরে,
শোকের বসন যেন পরিল জগত ;
নিস্তব্ধ শিবির আজ, নাহিক উল্লাস,
সকলেই শোকাবেগে আছে অচেতন।
সৈনিকের কোলাহল, যন্ত্রাদির তান,
উৎসব সঙ্গীত আদি আমোদ প্রমোদ,
কিছুই শ্রবণ-পথে না করে প্রবেশ,
ভয়াবহ নিস্তব্ধতা সর্ব্বত্র বিরাজে।

হের ওই নৃত্য-শালা, আইলে যামিনী
ভোগ-সুখ-স্রোতে যাহা হ'ত ভাসমান,
আজ তাহা গাঢ়তর তামসে আবৃত,




একটি প্রদীপ নাহি জ্বলে কোন স্থানে।

ওই যে মন্ত্রণাগৃহ, নিত্য নিত্য যাহা
চিন্তাকুল মন্ত্রিগণে থাকিত পূরিত,
আজ তাহা শূন্যভাবে রয়েছে পড়িয়া—
একটী প্রাণীও তথা না ফেলে নিশ্বাস।

ওই যে ভীষণকান্তি দ্বারপালগণ,
নিষ্কোষিত অসি করে করিত হুঙ্কার,
মলিন বসনে তারা নীরবে নীরবে,
ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিছে চৌদিকে।
বহিছে পবন অতি মন্দ মন্দ গতি,
শিশির শোকাশ্রু ঝরে বৃক্ষরাজি হ'তে,
তৈলাভাবে দীপাবলী জ্বলে ক্ষীণভাবে
মূর্ত্তিমান্ শোক যেন বিরাজে চৌদিকে।
হইয়ে দুখিনী নিদ্রা অভিমন্যু শোকে
পাঠায়েছে তন্দ্রা আজ পাণ্ডব-শিবিরে।




নীরব প্রকোষ্ঠে শুভ্র-বাস-পরিহিতা
একাকিনী ব'সে তুমি কে গো প্রভাময়ি ?
স্তিমিত আলোক, যার রূপের আভায়,
হয়েছে উজ্জ্বল, হায় ! একি বেশ তার ?
নাই অঙ্গে আভরণ, নয়নে কজ্জল,
ললাটে সিন্দূরবিন্দু, কেশের বিন্যাস,
অধরে তাম্বুল-রাগ, অলক্ত চরণে,
নাই সেই যৌবনের টল টল ভাব।
হতাশ নয়নে বালা চাহে চতুর্দ্দিকে,
কি জানি কি প্রাণ হ'তে নিয়াছে ছিঁড়িয়া।
আবার মনের দুঃখে কহিছে অভাগী ;—
"হায় নাথ, বার বার করিনু বারণ,
না শুনিলে মানা কেনে দহিতে দাসীরে ?
না জানি কি পাপে বিধি দিলা হেন জ্বালা !
চিরদিন দগ্ধ হ'তে বুঝিনু বিধাতা
পাঠাইলা অভাগীরে নশ্বর ধরায়।"

কহিতে কহিতে তবে হল কণ্ঠরোধ,

অচেতনে ভূমে বালা রহিলা পড়িয়া ।
অহো এই কিরে বিশ্ব সংসারের গতি !
বিধাতঃ হে ! ইহাই কি বিচার তোমার ?
সরল মূরতি খানি না জানি সংসার,
হাসিত খেলিত নিত্য আপনার মনে,
পশিয়া উদ্যানে সুখে তুলিত কুসুম,
গাইত আপন প্রাণে জোছনা আলোকে,
স্বরগ বিভব আদি না চাহিত কিছু,
রহিত বিভোর শুধু পতি পানে চেয়ে ।
কোন্ প্রাণে, হে বিধাতঃ ! এ কোমল প্রাণে
দিলে হেন জ্বালা বল নিদয় হইয়া ?

ধীরে ধীরে উত্তরার সহচরী আসি,
লইলা সে দেহ খানি অঙ্কেতে তুলিয়া ।
সিঞ্চিলা বদনে ধীরে সুবাসিত জল,
সুচারু চামর নিয়ে করিলা ব্যজন ।

রহিয়া সখীর কোলে শোকে অচেতন,

দেখিলা সুখের স্বপ্ন উত্তরা দুখিনী ;—
সাজিয়া বীরেন্দ্র সাজে অভিমন্যু বীর
আসিয়াছে ফিরি এবে পাণ্ডব শিবিরে,
লভিয়া অতুল কীর্ত্তি কুরুক্ষেত্র রণে।
অপূর্ব্ব তোরণ সব রাজিছে চৌদিকে,
সঁধ্বজ কদলীতলে রাজে পূর্ণ কুম্ভ,
পাণ্ডব সেনানী থাকি কাতারে কাতারে
ভেটিছে কুমারে সবে বিজয়-নিনাদে।
কুলবালা লাজ বর্ষে অভির মস্তকে,
অগণন তোপধ্বনি হ'তেছে শিবিরে।
বাহিরিয়া ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণসহ
আলিঙ্গন দিয়া ঘরে আনিলা কুমারে ;
আনন্দে সুভদ্রা মাতা দিয়া আশীর্ব্বাদ,
মুখ চুম্বি তনয়েরে বসাইলা কোলে,
আনন্দের স্রোত যেন বহিল শিবিরে—
উৎসবে মাতিল সবে ভুলিয়া সকল।
কতক্ষণে বীরসিংহ উত্তরার পাশে
বসিয়া হাসিয়া তবে প্রফুল্ল অন্তরে

আদরে করিলা কত প্রিয় সম্ভাষণ ;
মানেতে বসিলা পুনঃ বিরাট-নন্দিনী।
ভুজপাশে বাঁধি অভি চুম্বিলা কান্তারে,
শিহরিতে গাত্র, বালা পাইলা চেতন।
"কোথা গেলে কোথা গেলে" বলিতে বলিতে
সহচরী গলা ধরি, কাঁদিতে লাগিলা,—
"হায় কেন মোহ ভঙ্গ হইল আমার ?
মোহ কেন চির মোহ না হইল সই ?
অহো ! অসময় দেখি, সবাই নিদয় !"

আবার কহিলা বালা উন্মাদিনীপ্রায়,—
"দেখ সই, কত দূর আছে প্রাণেশ্বর,
বিনাইয়া দেলো মোর কুন্তল-নিচয়।
আনি ফুল বাঁধ তোড়া, পরাও ভূষণ
সহে না বিলম্ব সই, এল বুঝি অভি।"

কহিলা আবার "সই কি কাজ ভূষণে,
নারীর ভূষণ কিবা আছে এ জগতে

প্রিয়তম স্বামী বিনা ? নাই প্রয়োজন,
দেগো সই খুলি ফেলি ছার অলঙ্কার।"

চেতনা পাইয়া পুনঃ, চাহি সখীপানে
আরম্ভিলা পার্থ-বধূ "কোথা আমি সই,
কোথা মোর প্রাণধন, বল সখী বল;
"উত্তরা উত্তরা" ডাক ফুরা'ল কি মোর ?
রাজার দুহিতা রাজপুত্রবধূ হ'য়ে
হইলাম হায়! ভবে চির অভাগিনী।
কাল যে উত্তরা ছিনু আজ (ও) তাহা আমি,
(কিন্তু) 'আমার মতন' আমি নাই কেন আজ ?"

ফেলিয়া সুদীর্ঘ শ্বাস তবে এতক্ষণে
উত্তরার সহচরী কহিতে লাগিলা;—
"সত্যই কি প্রিয়সখি, হলে পাগলিনী ?
একেত অভির শোকে দহিছে পরাণ,
তা'তে তব হেন দশা হেরিয়া নয়নে,
কেমনে ধরিব বল পাপ দেহভার ?

এরূপে দিবস নিশি ফে'লে নেত্রজল
কেমনে ধরিবে প্রাণ বল সহচরি !"

কহিলা কাতরে পুনঃ উত্তরা দুখিনী ;—
"আর কি আছে লো সই জীবনের সাধ ?
উত্তরার সুখ-রবি গেছে অস্তাচলে ।
সহচরি ! কর এবে সখীর যে কাজ,
চিরদিন দুখিনীরে বাসিয়াছ ভাল ;
শেষ উপকার মোর সাধহ এখন ।
ওই শোন ডাকে মোরে জীবন-ঈশ্বর,
সহে না বিলম্ব সই, হওলো সদয়,
জ্বেলে দাও চিতা ; মোরে দাও গো বিদায়,
ভুল উত্তরার নাম এ জনম তরে ।
বলিও মায়েরে সই করিও সান্ত্বনা,
উত্তরা গিয়াছে সুখে চির-শান্তিধামে ।"

বলিতে বলিতে বালা পাগলিনী প্রায়,
'যাই নাথ, যাই নাথ' উচ্চারিয়া মুখে,

বাহিরিলা তীর-বেগে উদ্ঘাটিয়া দ্বার,
ধাইলা ধরিতে তারে সখী উত্তরার।
অকস্মাৎ নিস্তব্ধতা ভেদিয়া আকাশে
জলদ-গম্ভীর-স্বরে হ'ল দৈব-বাণী ;—
"মহাপাপে মগ্ন হবে পাণ্ডুবংশ সব
গর্ভবতী সতী তুমি ত্যজিলে পরাণ ;
শান্ত হও সাধ্বি, তুমি ধন্যা এই ভবে,
সম্মুখ সমরে পড়ি প্রাণেশ তোমার,
গেলা চলি স্বর্গধামে রাখিয়া কীরতি।
মহাত্মা তোমার গর্ভে লভিল জনম
যাহা হ'তে বংশোজ্জ্বল হবে এ ভারতে ;
যাও ঘরে, রেখো মতি শ্রীকৃষ্ণের পায়।"

বিস্ফারি নয়ন তবে গগন মণ্ডলে
ত্রিভঙ্গ-মুরলী-ধরে হেরিলা উত্তরা।
চাহিতে চাহিতে সেই অনন্ত মূরতি
বিলিন হইয়া গেল আকাশের গায়।

"বিধি হে তুমিও বাম অসময় পেয়ে"
কহিতে কহিতে বালা পড়িলা ভূতলে ।

সম্পূর্ণ ।

